শ্রীউপদেশ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু

শ্রীলভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউপদেশ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

অনন্তশ্রীবিভূষিত ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামণি বিশ্ববরেণ্য জগদ্‌গুরু

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের

পদ্মমুখের হরিকথামৃত

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের তৃপ্তির জন্য ও তাঁর অহৈতুক কৃপায় শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ হইতে প্রকাশিত পরমপূজ্যপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের শুভা তিরোভাব তিথিতে শ্রীগৌরাব্দ ৫৩৪, বঙ্গাব্দ ১৪২৫, খৃষ্টাব্দ ২০১৮।

প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা :

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলবরেণ্য জগদ্গুরু
শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য :

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-বিশ্বপ্রচারক জগদ্গুরু
শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দ গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

বর্ত্তমান-সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য :

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ

মূলমঠ :

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং ৭৪১৩০২
ফোন: ৯৭৩২১১৩২৮৫
Web: SCSMathInternational.com
Email: info@scsmathinternational.com

মুদ্রণ :

Giri Print Service, 91-A, Baithakkhana Road,
কলকাতা ৭০০০০৯

সূচিপত্র

সূচনা

আমাদের ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় গুরুপরম্পরা ২
উৎসবের স্বার্থকতা ৩

শ্রীউপদেশ

ভগবতধাম : পরমকল্যাণ ও সাধ্যবস্তু ১৩
কেন আমরা প্রচারে যাই ? ১৬
সাধ্যবস্তুর মূল : ছয় বেগ ১৯
সাধ্যবস্তুর মূল : ছয় দোষ ২২
সাধ্যবস্তুর মূল : ছয় গুণ ২৯
কুটীনাটী ছেড়ে শুদ্ধ আচরণ করো ৩২
শ্রীলজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের চিত্তবৃত্তি ৩৫
অভিমানের পরিবর্তন ৪০
ভবরোগের বোঝা ৪৩
অনিবার্য টান—কার প্রতি ? ৪৭
সাধুসঙ্গের প্রভাব ৫০
ভক্তিজগতের পরীক্ষা ৫৩
নিত্য-সেবা ৫৬
আনন্দদায়ক কষ্ট ৬০
বড় আশার বাধা ৬৩
একমাত্র দয়ার সাগর ৬৫
হৃদয়ে নিতাইয়ের কীর্ত্তন করুন ৬৮
নিতাইয়ের চরণে চরম প্রাপ্তি ৭৩
আমার প্রার্থনা ৭৫

শ্রীউপদেশ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের গ্রন্থাবলী ৮১
প্রধান আন্তর্জাতিক কার্য্যালয় ৮২

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের প্রণাম মন্ত্র

পূজ্য-শ্রীগুরুবর্গ-বন্দিত-মহাভাবান্বিতায়া সদা
পৌর্বাপর্য্য পরম্পরা-প্রচলিত-প্রাজ্য প্রমূর্ত্তাকৃতেঃ।
ভক্তের্নির্ম্মল-নির্ঝরস্য নিভৃতং সংরক্ষকং সাদরম্
বন্দে শ্রীগুরুদেবম্ আনত-শিরা আচার্য্য-বর্য্যং নিজম্ ॥

অনুবাদ :— পূজনীয় শ্রীগুরুবর্গ-কর্ত্তৃক বন্দিত মহাভাব সমন্বিত রূপানুগ পরম্পরাক্রমে প্রচলিত প্রভূত প্রমূর্ত্ত দিব্যাকৃতি ভক্তির নির্ম্মল ধারাকে নিভৃতভাবে সাদরে রক্ষণকারী আচার্য্যবর্য্য নিজ গুরুদেবকে অবনত মস্তকে বন্দনা করি।

প্রেরকং প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-শিষ্যানাং ভক্তি-বর্ত্মনি।
ভক্তি-নির্ম্মলমাচার্য্য-স্বামিনং প্রণমাম্যহম্ ॥

অনুবাদ :— প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দেশবাসী শিষ্যগণকে ভক্তিপথে প্রেরণকারী পরমপূজনীয় স্বামী ভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজকে আমি প্রণাম নিবেদন করি।

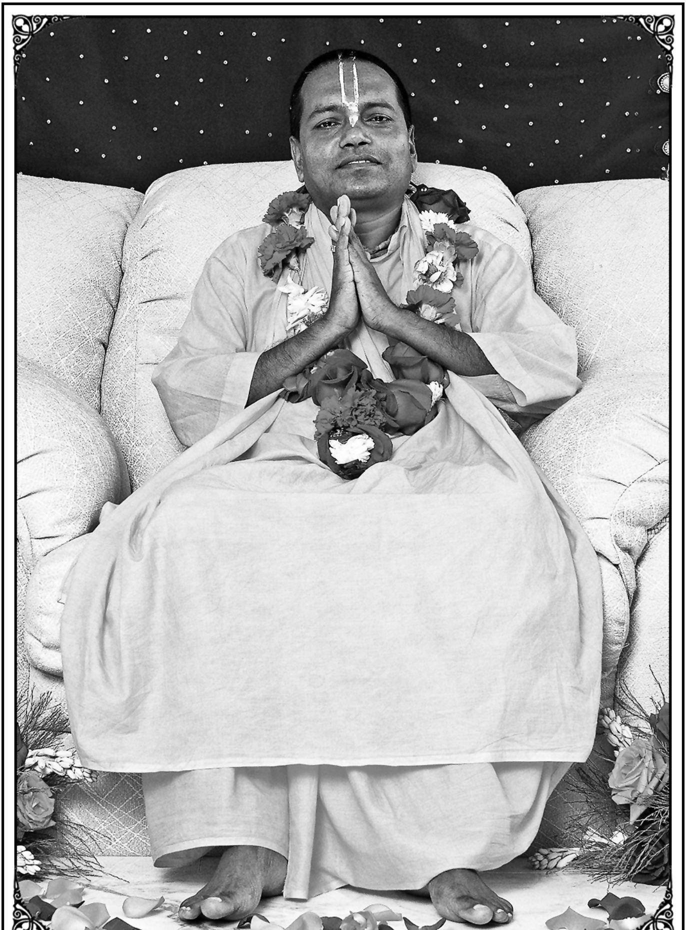

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু

শ্রীশ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য

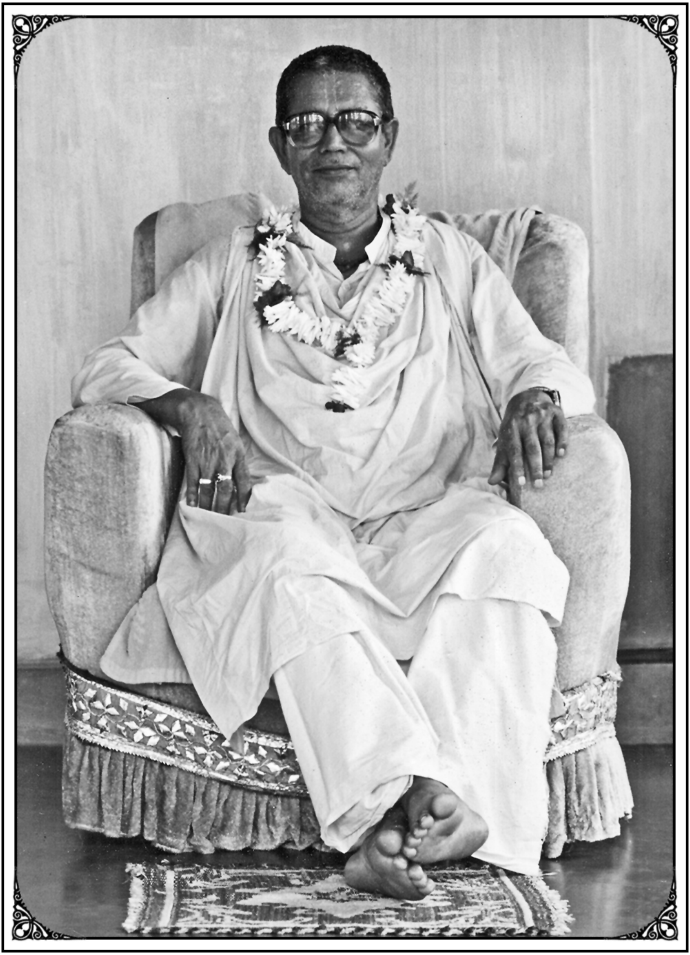

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু
শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্গুরু

শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠাদি প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-আচার্য্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্গুরু
ভগবান্ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ
শ্রীব্রহ্মা-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচার্য্যভাস্কর-শ্রীরূপানুগপ্রবর

সূচনা

আমাদের ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় গুরুপরম্পরা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
↓
শ্রীব্রহ্মা
↓
শ্রীনারদ
↓
শ্রীব্যাসদেব
↓
শ্রীমধ্বাচার্য্য
↓
শ্রীপদ্মনাভ
↓
শ্রীনৃহরি
↓
শ্রীমাধব
↓
শ্রীঅক্ষোভ্য
↓
শ্রীজয়তীর্থ
↓
শ্রীজ্ঞানসিন্ধু
↓
শ্রীদয়ানিধি
↓
শ্রীবিদ্যানিধি
↓
শ্রীরাজেন্দ্র
↓
শ্রীজয়ধর্ম
↓
শ্রীব্রহ্মণ্যতীর্থ
↓
শ্রীব্যাসতীর্থ
↓
শ্রীলক্ষ্মীপতি
↓
শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী
(শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত)
↓
শ্রীঈশ্বরপুরী
↓
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু
↓
শ্রীরূপ, শ্রীসনাতনাদি
↓
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
↓
শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর
↓
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
↓
শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ
↓
শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ
↓
শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর
↓
শ্রীগৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ
↓
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ
↓
শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ
↓
শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী
মহারাজ
↓
শ্রীভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ

উৎসবের স্বার্থকতা

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু
শ্রীলভক্তি সুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক

আজ আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব তিথিতে আপনারা সকলে সমবেত হয়েছেন। আমাদের পরমসৌভাগ্য যে কতকালই শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিগ্রহ রূপেতে শ্রীমঠেতে প্রকাশীত হয়ে আমাদের সকলের সেবা-পূজা গ্রহণ করছেন। আজকেও এখানেতেই ভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর এবং গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দরজীউ নাটমন্দিরেতে আমরা সকলে মিলে তাঁর শুভ আবির্ভাব তিথি উৎসব পালন করছি।

বৈষ্ণব ধর্ম্মেতে বা অন্যান্য ধর্ম্মে সর্বত্রই উৎসব যখন বলা হয় তখন আমরা ‘উৎসবের’ শব্দে সামাজিক অনুষ্ঠান বুঝি কিন্তু বৈষ্ণবের যে উৎসব সে তাকে *মহোৎসব* বলে বলা হয়। বৈষ্ণবরা মহোৎসব করেন। প্রাকৃত ভাষায় তাকে বলা হয় ‘মোচ্ছব’—“বৈষ্ণবদের মোচ্ছব হবে আজকে। চল, সেখানে গিয়ে প্রসাদ পাবে।” এই জিনিস আমরা প্রাকৃত ভাষাতে দেখতে পাই, কিন্তু মহোৎসবের প্রকৃত স্বার্থকতা সেখানেই আসে যেখানেতে বৈষ্ণব সেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। অনন্তকাল ধরে অবৈষ্ণবের সেবা করলে সেটি মহোৎসব হবে না। মহোৎসব হবে বৈষ্ণবের সেবা দ্বারা। বৈষ্ণবের সন্তোষ বিধানই মহোৎসবের স্বার্থকতা আসে। এটি শাস্ত্রেতে আমরা দেখি।

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর খুব গুরুত্বের সঙ্গে এই বিষয়টা আলোচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থের মধ্যে। তিনি বলছেন যে, বৈষ্ণব সেবা যদি হয়—সে দুটি-চারটি হলেও—শুদ্ধ বৈষ্ণবের সেবা করলে সেখানেই মহোৎসবের স্বার্থকতা হয়।

আজকে আমাদের পরমসৌভাগ্য যে, সারা পৃথিবীব্যাপী যে কৃষ্ণকীর্ত্তন-সঙ্গে, কৃষ্ণ-অনুশীলন-সঙ্গে যা বিধান চলেছে তাতে আপনারা সকলে অংশ গ্রহণ করে নিজেদের ধন্যাতিধন্য করছেন। সেই সমস্ত বৈষ্ণব-হৃদয় আজকে এখানে সমুপস্থিত হয়েছে।

বৈষ্ণবের আনুগত্য দ্বারা বৈষ্ণবের পরিচয় পাওয়া যায়। যেখানেতে আনুগত্য আছে সেখানে বৈষ্ণবতা আছে—যেখানে তৃণাদপি সুনীচেনতা আছে সেখানেই বৈষ্ণবতা, যেখানে তরোরিব সহিষ্ণুতা সেখানেই বৈষ্ণবতা। এইভাবেতে বৈষ্ণবের তিন বিভাগ আছে (ভাগবতে বা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে আমরা সেগুলি দেখতে পাই)—উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ। এখানে বৈষ্ণবের প্রকার ভেদ করে গিয়েছে।

"সকলেই স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি বৈকুণ্ঠে ক্ষীরোদকশায়ী কমলার পতি" : আমাদের সকলের স্বরূপটা হচ্ছে বৈষ্ণব, আমরা সবাই বিষ্ণুর সেবক। বিষ্ণু হচ্ছেন সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন এবং আমরা সবাই তাঁর সেবক ও সেবিকা। অতএব স্বরূপটা আমরা "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি" কিন্তু যেহেতু আজকের দিন কর্ম্ম-দোষেতে আমরা এই বিরুপতা প্রাপ্ত হয়েছি, আজকে মায়ার মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। ভগবানের সেবা ভুলে গিয়ে আমরা নিজের আত্ম-সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে স্বর্গ মর্ত পাতাল আলোড়ন করে তুলেছি : শত-কর্ম্মের দ্বারাতে কখনও স্বর্গে যাচ্ছি, অসৎ-কর্ম্মের দ্বারাতে নরকে যাচ্ছি, এই ভাবেতে আমরা আমাদের জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি-খেলা খেলছি। এবং এতে ভগবান সুখী নন। "লাভিং সার্চ ফর টি লস্ট সার্ভেন্ট" গুরুমহারাজের একটা বই আছে—তাতে বলছেন যে, ভগবান অপেক্ষা করছেন তাঁর লস্ট সার্ভেন্টের (হারানো সেবক) জন্যই।

সারা দেশেতে জেলখানা আছে আর যেখানে দেশে ১২৫ কোটি লোক সেখানে হয়তো ১ লক্ষ লোক জেলখানায় থাকতে পারে কিন্তু সেই ১ লক্ষ দুষ্ট লোক জগতের পরিচয় নয়। প্রাকৃত চিন্ময়-ধামের একটা পরিচয় আছে এবং সেই পরিচয়টা হচ্ছে ভগবত-সেবায় সকলে

২৪ ঘন্টার মধ্যে ২৪ ঘন্টা-ই নিজেকে নিয়োজিত রেখে সেই চিন্ময়-ধামেতে ভগবত-সেবা করে চলা। এই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত স্বরূপের তীর্থ এবং স্বরূপের যাকে বলে একটিভিটি (কাজ)। কিন্তু আমরা যেহেতু আত্মসুখ অনুসন্ধান করছি—হঠাৎ আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা জেলখানায় এসে পড়েছি।

এখানে সংশোধনের পথ আছে। সেই রাস্তা বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রেতে নির্দেশ করেছেন আর মাঝে মাঝে ভগবান নিজে আসেন বা ভগবত-ভক্তগণ জগতে আবির্ভূত হন। তাঁরা আমাদের মত লোককে শিক্ষা দিয়ে আমাদের মত বদ্ধ জীবকে করুণা করে তুলে নিয়ে গোলোক বৃন্দাবনে তাঁর সেবায় পুনরায় নিযুক্ত করেন বা করবার সুযোগ করে দেন। এই হচ্ছে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান, এইতিনের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হয়। এরা আসেন জেলখানায় মাঝে মাঝে যখন ধর্ম্ম অভ্যুত্থান হয়। প্রিজনেরদের (বন্দীদের) সংশোধন করার জন্য নানা রকমের পথ আছে—"বেদাদি-সর্ব্বশাস্ত্রানাং সামঞ্জস্য-বধায়কম্" : বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট দিয়েছেন যাতে আমরা সেই দিকে চলতে পারি, তাঁরা পথ করে দিয়েছেন।

সে রাস্তাটিই হচ্ছে শরণাগতির পথ।

শরণাগতের, অকিঞ্চনের—একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে 'আত্মসমর্পণ' ॥
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥
(চৈঃ চঃ, ২/২২/৯৬, ৯৯ ; ৩/৪/১৯৩)

একবারে সোজাসুজিই গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড—পাহাড় কেটে রাস্তা করে দেওয়ার মত শাস্ত্রাদিতে এবং বৈষ্ণবগণের কৃপায় আমরা দেখতে পাই আর সেই রাস্তা যদি আমরা ধরে চলতে পারি, আমরা "ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ" (ভাঃ ১১/১২/১৫)—অকুতোভয় হয়ে যেতে পারি।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১/২/৩৭)

"যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি বিমুখ হয়, ভগবানের মায়াবলে তাহারই স্বরূপ-বিষয়ে বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে এবং তাহা হইতে আমি দেহ এই জ্ঞানরূপ বিপর্য্যয়, তাহা হইতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ অর্থাৎ উপাধিভূত দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহঙ্কার ও তাহা হইতে যাবতীয় ভয়ের উপস্থিতি হইয়া থাকে, সুতরাং বিবেকী ব্যক্তি গুরুদেবকে আরাধ্যদেবতা ও প্রিয়তমজ্ঞানে কামনান্তর রহিত হইয়া অনন্যভক্তি সহকারে সে-ই ভগবানকে আরাধনা করিবেন।"

আমাদের যত কিছু উৎপাত, যত কিছু অসুবিধা আসে। ভয়টা হয় দ্বিতীয়াভিনিবেশ থেকে। দ্বিতীয়াভিনিবেশের ব্যাখ্যা করে বলছেন যে, কৃষ্ণ ছাড়া আলাদা করে বিষয়ে অভিনিবেশ তাকে বলা হয় দ্বিতীয়াভিনিবেশ। কৃষ্ণভজনের যেখানে সম্বন্ধ আছে সেখানে আর দ্বিতীয়াভিনিবেশের কোন স্থান নেই। নিজের একটা আলাদা করে একাউন্ট খোলা থাকলে এবং সেই একাউন্টের মধ্যে ভালমন্দ সব জিনিসটা এসে আমার ঘাড়ে চেপে যায়। আর আমার তো এমনই একটা দুর্ভাগ্য যে, আমি সেই একাউন্টটা খুলে হঠাৎ একবারে ব্যানক্রাফট হয়ে বসি আছি।

কোথায় আমার স্বরূপের স্থিতি? ভগবান কৃপা করে আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন তাঁর সেবা করবার জন্যেই, তাঁর ভজন করবার জন্যেই। উইলিং (ইচ্ছা), ফিলিং (ভাব), থিংকিং (ভাবনা)—এই তিনটা উপাদান দিয়ে আমার স্বরূপ তৈরি হয়েছে আর সেইটিকে আমি মিস্ইউস (অপব্যবহার) করেছি। আমি সেই আমার স্বরূপ থেকে নিজেকে বিরূপের দিকে টেনে দিয়েছি আর এখন ভোগ করে

মরছি। কিন্তু আমাদের আশা আছে—আলোক দেখাচ্ছেন সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ।

ভগবান নিজে বলেছেন, “আমি মাঝে মাঝে আসি” :

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪/৭-৮)

তিনি নিজে আসেন কিন্তু ভগবানের চেয়ে বড় বস্তু কী আছে? ভগবত-ভক্ত। তিনি নিজে আসেন বা তাঁর ভক্ত পাঠিয়ে দেন, “তুমি যাও ! বাবা, ওর মতিগতিটাকে শোধন করে দাও। আমি ওকে যদি চতুর্ভুজ দেখা দেই ওটা কি করে দেখবে?” প্রথম চক্ষু দিতে হবে।

অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয় ধূলিতে।
কেমনে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে ॥

“আমি নিজেকে দেখালেই ও দেখতে পাবে? তুমি দেখাবার ব্যবস্থা করে দাও, তবে ও দেখতে পাবে।”

ভক্তগণ তখন দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করে এই জগতে আসেন। ভগবানের সেবায় আমাদের নিযুক্ত করবার জন্যেই এবং তাঁদের আনন্দ-চিন্ময়ে রসের সন্ধান দেওয়ার জন্যেই সাধু-গুরু-বৈষ্ণব এই জগতেতে আবির্ভুত হন। কৃষ্ণ নিজে আসেন, নিজের ভক্তদের পাঠান এবং বৈষ্ণবদের সাহায্যতে আমরা সেই চিন্ময়ধামেতে দিব্যসেবার অধিকারী হয়ে নিজেদের প্রকৃত স্বরূপের কার্য ফিরে পাই।

এই জগতে যা করা হয়, সেটা হচ্ছে কর্ম্ম আর ভক্তি জগতে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে সেবা। বৈরগ্যেরও প্রয়োজন নেই। এই কথা শাস্ত্রেতে বলছেন—যুক্ত বৈরগ্য করবেন। কেন? “তুমি যে দিকে যেতে যাবে, তোমার এমন কপাল খারাপ সেখানে তুমি একটা খোঁড়া রাস্তায় ফেলবে। যদি তুমি একবারে খুব দৃঢ় যাওয়ার চেষ্টা করবে তাও তুমি

যেতে পারবে না—তুমি হোঁচট খেয়ে পড়ে পা ভেঙে যাবে। আমি তোমাকে এবারে বাঁধানো রাস্তা দিয়ে দিচ্ছি, এই রাস্তা দিয়ে তুমি চলে এস।” ভগবান বলেছেন (শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১/২/৩৪),

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥

“ভগবান্ অজ্ঞজনগণেরও অনায়াসে আত্মলাভের জন্য যে সকল উপায় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।”

“তুমি ভগবত-ধর্ম্মের আশ্রয় কর, ভগবতভক্তগনের চরণাশ্রয় কর তাহলেই তুমি পরম-নিত্য-কল্যাণ লাভ করতে পারবে। ভগবান নিজে মুখে বলছেন যে, আমাকে পাওয়ার উপায় একমাত্র এটাই। আমাদের একটাই ডিউটি (কর্তব্য) একটাই একটিভিটি (কাজ)—ভগবানের চরণেতে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো।
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি।
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥
(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ৩/২৫/২৫)

“সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্যপ্রকাশক যে সকল শুদ্ধহৃদয়-কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যানিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি পর্যন্ত উদিত হইবে।”

ভগবান নিজে বলছেন, “সাধুগণের সঙ্গেতে, সাধুগণের প্রসঙ্গে যেখানেতে আমার কথা আলোচিত হয়, আমার সেবা যেখানেতে সম্পন্ন হয়, সেই সাধু-সঙ্গ তুমি কর, এবং তাঁদের কৃপাতে তুমি সবকিছু পাবে।” তাঁদের অন্য কোন ব্যবসা নেই, তাঁদের একটাই ব্যবসা একটাই ধারায় চলেন—আর অন্য কিছু তাঁরা বুঝেন না।

যেখানে ভগবানের সেবা আছে, যেখানে ভগবত-ভক্তের সেবা আছে, সেইখানে সাধুগণ নিজেকে নিযুক্ত করার চেষ্টা করেন। যা কিছু আমরা পাই, সেটা সব সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় আমরা পাই। অতএব একটাই মাত্র পথ আছে—সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে ভগবত-আরাধনা করা।

ভগবান যখন গুরু রূপেতে আসেন, তিনি স্বয়ং আসেন। গুরুরূপ ভগবান থেকে অভীন্ন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লেখা আছে (১/১/৪৭) : "শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ"। মাথা ঘুরিয়ে দেবে এই একটা কথা থেকে। "অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ।" আমি তো বীজটা পেলাম, কিন্তু তারপরে বীজটা কি করে তৈরি করতে হয়? বীজটা থেকে কি করে গাছ বেরবে? এবং সেই বীজ থেকে যে ফুলে ফলে লতা সুশোভিত হয়ে চরম মঙ্গল, চরম ফল আমাকে দেবে—সেটা কি করে হবে? কে আমাকে বুঝিয়ে দেবে? অতএব সাক্ষাৎ কৃষ্ণ তিনি এলে আমি শিখতে পারি।

ভগবান শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৩৪) সোজাসুজি বলে দিলেন :

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥

"ভগবান্ অজ্ঞজনগণেরও অনায়াসে আত্মলাভের জন্য যে সকল উপায় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।"

ভগবান নিজেকে পাওয়ার উপায় (শর্টকাট রাস্তা) নিজে মুখে বলে দিলেন। আমি চানা ডাল ভালোবাসি বা রসগোল্লা ভালোবাসি আর তুমি যদি আমাকে শুক্তো দিয়ে দাও আমি সেটা কি খাব? আমার কি সেটা ভাল লাগবে? আমার ভালোবাসা কোনটা সেটা তো আমি চাই। সুতরাং ভগবান নিজে মুখে বলছেন যে, আমি ভক্তের বদ্ধ—ভক্তিযোগেতে আমি সর্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট হই। আমি ভগবতগণের অনুগত।"

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ৯/৬/৬৮)

"সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুদিগের হৃদয়। তাঁহারা আমা-ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ছাড়া আর কিছু জানি না।"

সোজা বাংলা কথাটা। ভগবান নিজে বলছেন যে, "সাধুগণ আমার হৃদয়, আমি সাধুগণের হৃদয়। আমাকে ছাড়া তাঁরা কিছু জানেন না, তাঁদের ছাড়া আমি কিছুই জানি না।"

যে দারাগারপুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ৯/৪/৬৫)

"যে সকল সাধু গৃহ, দারা, পুত্র, আত্মীয়জন, ধন, প্রাণ ইহপরলোক পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব?"

"দারা, প্রাণ, পুত্র, বিত্ত, সর্বস্ব পরিত্যাগ করে যাঁরা আমার শরণাগত হয়ে আমার ভজনা করছেন, তুমি কি মনে কর আমি এত বড় দাতাকে কখনও ছেড়ে দেব?"

এইভাবেতে ভগবান নিজে বলে দিয়েছেন শাস্ত্রেতে : "যা পেলে আমি খুশি হব, তোমরা সেই ভাবেতে আমাকে ভজনা কর তাহলে আমার সম্পূর্ণ সম্পত্তি তোমরা পাবে।"

শ্রীউপদেশ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

ভগবতধাম : পরমকল্যাণ ও সাধ্যবস্তু

'কৃষ্ণনাম' করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ১/৮/২৪)

"কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার"—কারণটা কী জানেন? এই কৃষ্ণনাম চেতনবস্তু আর এই চেতনবস্তু সবার মুখে আসে না। যাঁরা নামে অপরাধী (কৃষ্ণনামের প্রতি অপরাধ করেন) তাঁদের মুখে কখনও কৃষ্ণনাম আসতে পারে না। আপনারা নিশ্চয়ই কৃষ্ণনামে অপরাধী নন তাই আপনাদের মুখে কেন কৃষ্ণনাম আসবে না? সবাইকে কৃষ্ণনাম করতে হবে। আমি কোন গায়ক নই, কোন পাঠক নই—আমি এসেছি আপনাদেরকে কৃষ্ণনাম করাতে, জীবকে দয়া ও সাহায্য করতে এসেছি। আপনারা এই কৃষ্ণনাম যদি করবেন, এ দিয়ে আমাদের কিছু মঙ্গল হবে, আপনাদেরও কিছু মঙ্গল হবে।

এখন একদম কথা বলবেন না। কোন কথা নেই। কথাগুলা বললে আপনাদের অপরাধ হবে। আমাদের বৈষ্ণব অপরাধ বা ভক্তির যেটা প্রতিকূল সেগুলা করা উচিৎ নয়। ভগবানের কথা শোনার সময় অন্য প্রজল্প করা উচিত নয়।

আমি আগেও এটা বুঝিয়ে দিয়েছি আর কীর্ত্তনে আমরা প্রতিদিন গাই: "ছয় বেগ দমি', ছয় দোষ শোধি, ছয় গুণ দেহ দাসে"। ছয় বেগ কী? ছয় দোষ কী? আর ছয় গুণ কী? এই ছয় বেগটা আর ছয় দোষটা আমাদের বর্জ্জন করতে হবে। ছয় দোষের মধ্যে অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ, লৌল্য আছে। ছয় বেগের মধ্যে বাক্যবেগ, মনবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ, উপস্থবেগ। আর ছয় গুণটা মানে উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, ভক্তিপোষক কর্ম্ম, সঙ্গত্যাগ আর সদ্বৃত্তি।

সেইজন্য, প্রজল্প কখনও করবেন না। আপানারা এসেছেন কিছু হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন করবার জন্য, সেটাই মন দিযে শুনতে হবে। সেইটা মন দিয়ে শুনলে আপনাদের পরমকল্যাণ বস্তু লাভ হবে।

পরমকল্যাণ এবং সাধ্যবস্তু কী? আমাদের এই শ্রবণ কীর্ত্তন করার অর্থ কী? রাধাগোবিন্দের সেবায় নিজেকে অর্পণ করা, তাঁদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা। সেটা হচ্ছে আমাদের পরমাবস্থা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলেছেন : ভগবানকে যদি প্রীতি সহকারে নিত্য সেবা করা হয়, তখন কী হয়? ভগবান নিজেই বলেছেন : "সে আমার কাছে চলে যায়।" বিরজা, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ, পরব্যোম ভেদ করে গোবিন্দের চরণে গোলোক-বৃন্দাবনে তিনি জায়গা পান।

আপনারা এই জন্মে সুদুর্লভ দেহ পেয়েছেন, এই দুর্লভ বস্তু হেলায় হারিয়ে ফেলবেন না। হেলায় হারালে আবার গতাগতের অনুসারে আপনাদের বারবার এই সংসারে প্রবেশ করতে হবে। এইজন্য আপনাদের বুঝতে হবে আমাদের সাধ্যবস্তু কী, সাধ্যবস্তু কী করলে পাওয়া যাবে? "'সাধ্যবস্তু' 'সাধন' বিনা কেহ নাহি পায়" (চৈঃ চঃ, ২/৮/১৯৬) এই সাধ্যবস্তু পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে সাধন। এই সাধ্যবস্তু আপনাদের পেতে হলে বার বার যাতে এই সংসারে আসতে না হয়—তাই আপনাদের কৃষ্ণ ভজন করতে হবে।

'শ্রদ্ধা' শব্দে—বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ২/২২/৬২)

সর্ব্বকর্ম্ম কীরকম? পিতৃঋণ, মাতৃঋণ, ঋষিঋণ, দেবঋণ, সব ঋণ শোধ হয়ে যায় যদি আমরা কৃষ্ণপূজা করি আর ভগবানের সেবা ও গুণ কীর্ত্তন করি—তার দ্বারা আমরা ভগবতধামে পৌছে যাব।

এই চিন্তাভাবনার মধ্যে থাকতে হবে।

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ২/২২/২৬)

রৌরব মানে নরকের চাইতে আরও কঠিন জায়গা— সেটা অত্যন্ত কষ্টের জায়গা আপনাদের যেতে হবেই যদি আপনারা কৃষ্ণ ভজন না করে বর্ণাশ্রম পালন করবেন। আপনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শুদ্র হতে পারেন বা ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থজীবন বা বানপ্রস্থ আশ্রম পালন করতে পারেন, কিন্তু এটা দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না। বানপ্রস্থ করে বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করুন। কিন্তু শাস্ত্রে বলেছেন,

তীর্থযাত্রা পরিশ্রম কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ

(শ্রীলনরোত্তমদাস ঠাকুর)

সর্ব্বসিদ্ধি হবে কি করে? গোবিন্দের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করলে। এটা সব সময় আপনাদের মনে রাখতে হবে। এটা যদি ভুলে যান তাহলে আপনাদের কিছু হবে না। আপনাদের সব সময় কৃষ্ণসেবায় নিজেকে নিযুক্ত থাকতে হবে। সেইজন্য আপনাদের ভক্তির অনুকূলটা স্বীকার করতে হবে আর ভক্তির প্রতিকূলটা বর্জন করতে হবে।

— • ❖ • —

কেন আমরা প্রচারে যাই ?

আজকে বহু ভাগ্যের ফলে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি কিছু ভাগবতকথা হরিকথা আলোচনা করবার জন্য। মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দিন নয়—হরিকথা বিহীন দিন হচ্ছে দুর্দিন। আমাদের হরিকথা প্রত্যেক দিন অনুশীলন করতে হবে, প্রত্যেক দিন আচার-আচরণ করতে হবে। মাঝে মাঝে লোক ভাবছেন আজকে একদিন হরিনাম করলাম কালকে করব না কিন্তু আমাদের আজকে খেলে কালকেও খেতে হবে, আজকে বাথরুমে গেলে কালকেও বাথরুমে যেতে হবে। গোবিন্দের সেবা প্রত্যেক দিনই করতে হবে। এ ছাড়া কোন উপায় নেই ।

সেইজন্য, আজকে খুবই শুভ দিন কারণ আমরা বহু ভাগ্যের ফলে এখানে এসেছি এবং সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ খুবই ভাগ্যের ফলে বাড়িতে এসে মিলে।

মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ-কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ২/৮/৩৯)

তাঁরা অপরের বাড়িতে যান কি জন্য? লোকটাকে হরিকথা শুনাবেন তাঁদের সাহায্য করবার জন্য, তাঁদের মঙ্গলের জন্য সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ গ্রামে বা বাড়িতে এসে উপস্থিত হন। তাঁরা হরিকথা কৃষ্ণকথা বলবার জন্য আসেন। কৃষ্ণকথা বলে আমাদের কৃষ্ণোন্মুখ, ভগবতোন্মুখে করবেন—এই আশায় সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামে, অজ পাড়াগায় এসে উপস্থিত হন। কেউ মনে ভাবছেন সাধুগণ বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ান শুধু ভাল খাওয়া দাওয়ার জন্য কিন্তু সেটা আসল বস্তু নয়...

আপনারা হয়তো শুনেছিলেন যে, আমাদের চৈতন্য সারস্বত মঠে শ্রীলকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ থাকতেন। মাঝে মাঝে তিনি একটু ঘুরতেও যেতেন। তিনি ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিষ্য এবং ভালো কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। আমাদের যে কীর্ত্তন গ্রন্থা 'শ্রীগৌড়ীয় গীতাঞ্জলি' সেটা প্রথমে রচনা করলেন শ্রীলকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ।

একদিন তিনি মঠে এলেন। আপনারা জানেন যে, সবাই মঠে একরকম হয় না। মঠে আসলেই সাধু হয় না। গুরুমহারাজ বলতেন, এই চার প্রকারের লোক মঠে হরিভজন করতে আসেন : আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী। আর্ত্ত মানে গরিব লোক। অর্থার্থী মানে যাঁরা অর্থ লোভে আসেন। জিজ্ঞাসু মানে লোকটা কিছু জানতে চান। আর যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা জ্ঞানী হয়ে মঠে আসেন আর কিছু জ্ঞান উপার্জন করবার জন্য। তাঁরা যদি সত্যিকারের নিঃশর্ত ভাবে নিস্কাম ভাবে অনুশীলন করেন তাহলে তাঁরা ভগবতোন্মুখে হয়ে ভগবদ্ধামে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করতে পারেন। সবার ভাগ্যে এটা হয় না। মঠে তো অনেক লোকই আসেন, অনেক লোকই যান। অনেক লোকই দীক্ষা নেন, অনেক লোকই ছেড়ে দেন। এই পথে শেষ পর্যন্ত সবাই থাকেন না। প্রাইমারী স্কুলে অনেক ছাত্র ভর্তি হয় কিন্তু হাই স্কুলে উঠলে ছাত্রের সংখ্যা কমে যায়, কলেজে উঠলে আরও কমে যায় আর শেষে ইউনিভার্সিটিতে উঠলে শুধু দুই-এক জন থাকেন। গুরুমহারাজও বললেন চালুনী দিয়ে ছাঁকলে শেষ পর্যন্ত খুবই কম থাকে, বেশী থাকে না।

একদিন শ্রীলকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ মঠে এলেন, আর একজন ব্রহ্মচারী ফট করে বলে ফেললেন যে, এই সাধুটা শুধু খাওয়ার জন্যই আসেন মঠে। কথাটা শুনে বাবাজী মহারাজ আর খেতে গেলেন না— তিনি বন্ধ ঘরের মধ্যে বসে থাকলেন। "দেখি আমি না খেয়ে থাকতে পারি কি না !" এক দিন, দুই দিন, তিন দিন ধরে তিনি প্রসাদ পেতেন না। তিনি মুখে সব সময় শুধু হরিনাম করতেন কিন্তু না খেয়ে কত দিন থাকা যায় ? শেষ পর্যন্ত তিনি আস্তে আস্তে করে হরিনাম করতেন আর

সবাই তাঁকে ঘরে দেখতে গেলেন। তাঁর দুর্বল অবস্থাটা দেখে তাঁকে জোর করে জল ও কিছু ফলের রস খাওয়ানো হল। তারপর যে এই কাজটা করেছেন তাঁকে অপরাধ ক্ষমা চাওয়ানো হল। পরে বাবাজী মহারাজ প্রসাদ পেলেন।

সেই ভাবে যাঁরা সত্যিকারের সাধু-গুরু-বৈষ্ণব তাঁরা খাওয়া-দাওয়ার জন্য কিছু পাওয়ার ভরসায় আসেন না—তাঁরা আসেন এ পামর অধম জীবকে, পতীত জীবকে উদ্ধার করবার জন্য, তাঁদের কৃষ্ণোন্মুখ করবার জন্য। আমরা সবাই এই কৃষ্ণকথা সব সময় বলি এবং কৃষ্ণকথা সব সময় শুনতে ইচ্ছা করি। শ্রীলমধুসূদন গোস্বামী মহারাজ প্রচারে যেতে বলতেন, "আমরা কেন বারবার প্রচারে যাই? কেন উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করি? কিছু হরিকথা বললে নিজের কিছু মঙ্গল হয় এবং যাঁরা শুনবেন তাঁদেরও কিছু মঙ্গল হয়।" এটাই আসল বস্তু।

— ◆ ❖ ◆ —

সাধ্যবস্তুর মূল্ : ছয় বেগ

আমি, প্রতি বছর ধাম পরিক্রমায় যারা আসেন তাঁদেরকে পঞ্জিকা দিয়ে দেই, তার মধ্যে সুন্দর সুন্দর ভাবে কথাগুলা আমি লিখে দিয়েছি—যদি আপনারা এগুলা আচরণ করেন তাহলে আপনাদেরই পরমকল্যাণ লাভ হবে।

কীর্ত্তনে আমরা প্রত্যেক দিন গাই, "ছয় বেগ দমি', ছয় দোষ শোধি, ছয় গুণ দেহ দাসে"। ছয় বেগটা কী?

বাক্যবেগ মানে এমন কোন কথা কাউকে বলবেন যে লোকটা আপনার কথা দ্বারা কষ্ট পাবে। এইরকম কথা ছেড়ে দিতে হবে।

মনবেগ মানে নানাবিধ মনের চাঞ্চল্য, মনের বদমাশি। মনটা এদিক, সেদিক, খারাপ দিকে যায়—এই থেকে মনটাকে কন্ট্রোল করতে হবে। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে হবে। আমি যখন কিছু কাজ করতে যাচ্ছি, তখন আগে বিচার করে দিতে হবে যে, আমার মন এটা করতে বলছে কিন্তু সেটা কি ভাল না খারাপ?

ক্রোধবেগ মানে রূঢ়বাক্য, খারাপ ভাষা ব্যবহার করা, লোককে গালাগাল দেওয়া, লোককে নিন্দা করা, রাগ করে কিছু বলা।

জিহ্বাবেগ মানে বিভিন্ন ধরনের জিনিস খেতে চাই—টক খেতে চাই, লবণ খেতে চাই, মিষ্টি খেতে চাই। বিভিন্ন খাবার জিহ্বা সব সময় চায়। বাহিরের জগতের লোকই এই রকম কিন্তু সাধুরা এত দয়াশীল। আমি এটা বারবার বলি, মন দিয়ে শুনুন।

আপনার যদি শরীর খারাপ হয়, আপনি ডাক্তার দেখাতে কলকাতায় চলে যান। সেখানে ভাল ডাক্তার দেখাতে হলে কিছু দিন আগে আসতে হয়। লিস্টে নাম লিখিয়ে অমুক দিন ডেট করে সেই

ডেটে গিয়ে আপনাকে ঘন্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হবে। অবশেষে সে ডাক্তার ঔষধ দেন আর ঔষধটা খেলে তবে আপনার রোগটা সারে। আর সাধুগণ হচ্ছেন ভবরোগের ডাক্তার। এঁরা কত দয়ালু। আপনার বাড়িতে এসে প্রেসক্রিপশন করে দিয়ে ঔষধ দিয়ে দেন। কিন্তু সেই ঔষধ আমরা ঠিক মত গ্রহণ করি না বলে মায়া থেকে উদ্ধার পেতে পারি না।

এক্ষুনি আমরা কীর্ত্তন করলাম, "শক্তিবুদ্ধিহীন আমি অতি দীন কর মোরে আত্মসাথ"। 'আত্মসাথ' মানে হাইজ্যাক (ছিনতাই) করা। সাধুরা কি কোন বাড়িতে টাকা-পয়সা ধন-দৌলত গাড়ি-বাড়ি হাইজ্যাক করতে আসেন? সাধুরা হাইজ্যাক করতে আসেন *আপনাকে*। আপনাকে হাইজ্যাক করলে তার সব পাওয়া হয়ে যায়। আপনাকে কি করে হাইজ্যাক করবে? হাইজ্যাকটা মানে কী? এই মায়াবদ্ধ জীবকে মায়ার জগৎ থেকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করবেন।

এই বাড়ি এখানে যারা আছে—তিনটি লোক এই বাড়িতে বাস করেন আর ঠাকুর (রাধাগোবিন্দ আর মহাপ্রভু) আছেন। তিনজন আর তিনজন হচ্ছে ছয়জন, তাই ছয়জন আছে এই বাড়িতে। এই বাড়ির লোক কী করছেন? নিত্য ভগবানের সেবা করছেন—নিত্য কীর্ত্তন করছেন, নিত্য ভোগ লাগাচ্ছেন।

ভগবান শাস্ত্রে এই কথাই বলে দিয়েছেন যে, "নিত্য প্রীতি সহকারে যে ভক্ত আমাকে কিছুই দিতে না পেরে অন্ততঃ আমাকে বক্ষে ধরে এক ফোঁটা গঙ্গাজল আর একটা তুলসীপাতা দেয় আমি তার ঋণ শোধ করতে পারি না। সেই ভক্তকে আমি নিজেকে দিয়ে দেই। আমি সেই ভক্তের কাছে বিক্রি হয়ে যাই।"

ভগবানও বিক্রি হয় ! কার কাছে? ভক্তের কাছে। প্রীতি সহকারে সেবা করলে তুলসী গঙ্গাজল দিয়ে সেবা করলে সেই ভক্তের কাছে ভগবান বিক্রি হয়ে যান। ভগবানকে কেনা যায়, তবে কোটি কোটি টাকা দিয়ে নয়, কোটি কোটি পয়সা দিয়ে নয়, দারুণ বিল্ডিং দ্বারা নয়।

কোন জিনিস দিয়ে ভগবানকে কিনতে পারবেন না। কিন্তু ভগবান বলেছেন যে, "ভক্ত যদি আমাকে একটা ফোঁটা গঙ্গাজল আর তুলসী পাতা দেয় তাহলে আমি তার কাছে বিক্রি হয়ে যাই।

উদরবেগ। উদরবেগটা কী? এটা হচ্ছে খাই খাই করা। সব সময় খাই এবং জিহ্বার লালসা। এক্ষুনি পেট ভরে ভাত খেয়ে নিলাম—আর কিছু খাবার দরকার নেই, কিন্তু কেউ আমার কাছে একটা পছন্দের জিনিস নিয়ে এলে (যেমন আমি রসগোল্লা খেতে ভালবাসি আর কেউ আমাকে রসগোল্লা দিয়ে দিলে) আমি এটা লোভের জন্য খাই। তারপর আর একটা পছন্দের জিনিস যদি আমার সামনে আসে আমি আবার সেটা মুখে দিয়ে দেই। এটা হচ্ছে উদরবেগ, সব সময় খাই খাই করা।

উপস্থবেগ। এটা আপনারা বুঝতেই পারছেন। উপস্থবেগটা হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষের যে সংযোগ সেটা বেড়ে বেশি লালসা, স্ত্রীর প্রতি অত্যাসক্তি। এটাকে বলা হচ্ছে উপস্থবেগ। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা থাকলে সেটা খারাপ নয় কিন্তু অত্যন্ত ভোগের বাসনা থাকলে সেটা ভাল নয়। এটা শাস্ত্রে বলেছেন।

— ◆ ❖ ◆ —

সাধ্যবস্তুর মূল : ছয় দোষ

ছয় বেগটা কী আপনারা শুনলেন। আর ছয় দোষটা আছে।

এক নম্বর দোষ হচ্ছে **অত্যাহার**— বেশি খাওয়া।

তারপর **প্রয়াস**। প্রয়াস মানে ভক্তি-বিরোধীচেষ্টা।

"টাকা সঞ্চয় করব", "আরও চাই, আরও চাই, আরও চাই"— বিষয়ে মোহিত, বিষয়োদ্যম কাজ, ইত্যাদি। কিন্তু ভগবান যদি পয়সা আপনাদের দেন, তা দিয়ে ভগবানের সেবা করতে হবে, ভক্ত-সেবা করতে হবে। তাঁর সেবার জন্য ভগবান আপনাদের সব দেবেন।

আপনিও বিরক্ত হয়ে যাবেন যদি কেউ আপনার কাছে লোভের জন্য সব সময় চাই চাই চাই করেন। যদি আপনারা চাই চাই করেন ভগবান আপনাদের কিছুই দেবেন না। সব সময় কেউ যদি ভগবানকে বলেন, "আরও চাই, আরও চাই, আরও চাই," ভগবান বলছেন, "বাবা, আমি ওর কাছ থেকে দূরে থাকি !" শাস্ত্রে এইভাবে বলেছেন।

একবার রামানন্দ রায়ের সঙ্গে মহাপ্রভুর কৃষ্ণ কথা হল। প্রথমে রামানন্দ রায় বললেন বিষ্ণুভক্তির কথা—

প্রভু কহে,—পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে—স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ২/৮/৫৭)

পরমেশ্বর বিষ্ণু বর্ণধর্ম ও আশ্রম ধর্মের আচারযুক্ত পুরুষ কর্ত্তৃক আরাধিত হন। বর্ণাশ্রমাচার ব্যতীত তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য কোন কারণ নাই।

প্রভু কহে, এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে, কৃষ্ণে কর্মাপণ—সর্ব্ব সাধ্যসার॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ২/৮/৫৯)

শ্রীমদ্ভগবতগীতায় (৯/২৭) বলেছেন,

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

হে কৌন্তেয়, যাহাই কর, যাহাই ভক্ষণ কর, যাহাই হবন কর, যাহাই দান কর এবং যে তপস্যাই কর, সে সমস্তই, আমি কৃষ্ণ, আমাতে অর্পণ কর।

এটাই হল সত্যিকারের কর্মমিশ্রা ভক্তি।

আর জড়জগতের লোকের কর্ম্মমিশ্রাভক্তি কী রকম? আমি ভগবানের কাছে প্রণাম করে গিয়ে বলি, "আমার শরীরটা ভাল রাখ", "আমার ছেলেকে পরীক্ষায় পাস করিয়ে দাও", "আমার মেয়ের ভাল জায়গায় বিয়ে হোক"। আমি কিছু চাই—ভগবানকে প্রণাম করার পরিবর্তে, দুইটাকা দেওয়ার পরিবর্তে কিছু চাওয়া। এটা হচ্ছে ওদের কর্ম্মমিশ্রাভক্তি। মহাপ্রভু বললেন, "এহো বাহ্য, অগে কহ আর : এটা ছেড়ে দাও, আগে কহ আর।"

প্রভু কহে, এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে, স্বধর্মত্যাগ—এই সাধ্য সার ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ২/৮/৬১)

শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছেন, ধর্মশাস্ত্রে আমি ভগবান যাহা ধর্ম বলিয়া আদেশ করিয়াছি, তাহার গুণদোষ বিচার পূর্বক সেই সকল ধর্মপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট (সাধু)।

শ্রীমদ্ভগবতগীতায় (১৮/৬৬) বলেছেন,

সর্ব্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমিই যে ভগবান আমার শরণাপন্ন হও। তা হইলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না।

তারপর জ্ঞানমিশ্রাভক্তি—

প্রভু কহে, এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি—সাধ্যসার॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ২/৮/৬৪)

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলেছেন (১৮/৫৪)

ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভুতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

অভেদব্রহ্মবাদরূপ জ্ঞানচর্চা দ্বারা স্বয়ং, শোক ও বাঞ্ছা রহিত ও সর্ব্বভূতে সমভাবে যুক্ত ব্রহ্মতা লাভ করিয়া পরে আমার পরাভক্তি প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের জ্ঞানমিশ্রাভক্তি হল,

"আমাকে একটু জ্ঞান দাও", "আমার ছেলেকে একটু জ্ঞান দাও", "আমার বুদ্ধি দাও"—এসব করা। মহাপ্রভু বললেন, "এহো বাহ্য, অগে কহ আর। এসব ছেড়ে দাও, আরও সামনে আগাও।" তখন তিনি বললেন জ্ঞানশূন্যভক্তি।

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্যভক্তি—সাধ্য সার॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ২/৮/৬৬)

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/৩) বলেছেন—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সম্মুখবিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

ব্রহ্মা ভগবানকে কহিলেন—"হে ভগবান, নির্ভেদব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞান চেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া ভক্তগণ সাধু মুখবিগলিত আপনার কথা শ্রবণ করেন ও কায়মনাবাক্যে সাধুপথে স্থিত হইয়া

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনি দূর্ল্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট সুলভ হইয়া পড়েন।"

আর তখন মহাপ্রভু বললেন, "এহো হয় ! এইটা হয়।" আমি জানি না, কিছু বুঝি না, আমার লেখাপড়া নেই, জ্ঞান নেই, বুদ্ধি নেই—আমি শুধু তুলসীপাতা গঙ্গাজল দিয়ে ভগবানের একটু সেবা করি আর যা খাই ভগবানকে ভোগ লাগাই, তা দিয়ে প্রসাদ পাই। যা জোটে তা দিয়ে আমার চলে যায় (যেমন ডাল সিদ্ধ আর আলু সিদ্ধ)। এটা হচ্ছে জ্ঞানশূন্যভক্তি। মহাপ্রভু বললেন, "এহো হয়, এভাবে চলবে।"

এই ভাবে করতে করতে একেবারে রামানন্দ রায় প্রেম-ভক্তি সাধ্যসাধন তত্ত্ব পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তাঁর কথা শুনে মহাপ্রভু বললেন, "হ্যাঁ হয়েছে। প্রথম আমি ইক্ষু পেলাম, ইক্ষু থেকে রস পেলাম, রস থেকে চিনি পেলাম, চিনি থেকে মিছরি আর অবশেষে খণ্ড পেলাম।" আস্তে আস্তে করে রামানন্দ রায় কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব, ব্যাখ্যা করলেন।

প্রজল্প মানে অনাবশ্যক কথাবার্তা বলা। যেটা প্রয়োজন নাই সেই কথাবার্তা কম বলবেন, তখন হরিনাম করতে এনার্জি পাবেন। কথা কম বলতে হবে। কথা বলব—মুখ দিয়েছেন ভগবান কিন্তু *কৃষ্ণকথা* বলবার জন্য।

বাড়িতে যখন রান্নাবান্না হয়ে গেছে বিকালবেলা হলে পরের বাড়িতে গিয়ে বান্ধবীর সঙ্গে গিয়ে গল্প করা : "তোর বাড়িতে কি রান্না হয়েছে ? তোর স্বামী তোকে কি বলেছে ? তুমি আজকে কী করেছো ?" এসব গল্প লোকে করে। আর কাজ থেকে ফিরে এসে সন্ধ্যার সময় বাড়িতে এসে হরিনাম করতে পারেন, সময় নষ্ট না করে বাড়িতে থাকতে পারেন। এদিকে কেহ কেহ চা দোকানে বসে থাকেন, গল্প করেন : কে টাকা চুরি করেছে ? কে গম চুরি করেছে ? কে রাস্তার টাকা মেরে দিয়েছে ? এই সব আজে বাজে কথা। এসব কথা বললে লাভ হবে না।

প্রজল্প করে এনার্জি নষ্ট হলে আর হরিনাম করতে শক্তি পাবেন না। স্বাভাবিক কথা। আমি যদি দশ মাইল হাঁটি তাহলে আমি আর উঠতে পারব না—এমন কি তুলসী পরিক্রমাও করতে পারব না। তাহলে, আমি যদি বেশি কথা বলি, আজেবাজে কথা বলি, আমার ভগবানের কথা বলার জন্য যে এনার্জি (শক্তি) আছে সেটা আমি হারিয়ে ফেলব—আমি ভগবানের কথা বা ভগবানের কীর্ত্তন করতে পারব না। এটা হচ্ছে প্রজল্প। এটা বন্ধ করতে হবে।

নিয়মাগ্রহ—উচ্চাধিকার প্রাপ্ত সময়ে নিম্নাধিকারগত নিয়মে আগ্রহ এবং ভক্তি পোষক নিয়মের অগ্রহণ।

জনসঙ্গ বলছে কৃষ্ণভক্ত ছাড়া অন্য সঙ্গ করা। এটা করবেন না। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে সেটা করার দরকার আছে—বাজারে যেতে হবে, চাল, ডাল, সবজি কিনতে হবে, ইত্যাদি। সেটা যথাযথ প্রয়োজন অনুসারে করতে পারেন। আলুর দাম ১০টাকা, আপনার যদি পছন্দ ৫টাকা বলতে পরেন, তাড়াতাড়ি দামাদামি করে সব নিয়ে চলে আসুন। এটা সঙ্গ হবে না, এটা প্রয়োজনের জন্য।

আমি বারবারই বলেছি যে আমরা এই জগতে প্রত্যেক দিন কী অবস্থায় বেঁচে আছি? প্রত্যেক দিন আমাদের লক্ষ লক্ষ জীবকে হত্যা করে বেঁচে থাকতে হবে। কত পাপ আমরা করি ! এই জল খাচ্ছি কিন্তু এই জলের মধ্যেও অনেক জীবানু। শ্বাস প্রশ্বাস করছি, শ্বাস নিচ্ছি আর শ্বাস ছাড়ছি—কত জীবাণু (এটা বলা হচ্ছে লিভিং এনটিটি) চলে যাচ্ছে আর কত জীবানু মরে যাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, পায়ের তলায় কত পিপীলিকা, কত কিছু মরে যাচ্ছে। গাড়ি গিয়ে তার তলায় কত কিছু পোকা, মাকড়, সাপ, ব্যাঙ মরছে চলে যাচ্ছে। ভাত বা আলু আমরা খাচ্ছি আর আমাদের কতগুলা ধানগাছ বা আলুগাছ কাটতে হচ্ছে। এগুলো কি পাপ হচ্ছে না? একটা জীবকে একদিন বেঁচে থাকতে হলে লক্ষ লক্ষ জীবকে হত্যা করে বেঁচে থাকতে হয়। আর গরুর দুধ আমরা খাচ্ছি—গরুটা ঘাসগুলো খাচ্ছে, ঘাসটার কি প্রাণ আছে না? তার কি কষ্ট হচ্ছে না? আমাদের শরীরে কাঁটা ফুড়ে দিলে আমরা ব্যথা পাচ্ছি,

আর সেই ঘাসটা গরু যখন খাচ্ছে তখন ঘাসটাও ব্যথা পাচ্ছে। এতো মুশকিল হয়ে গেল। কিন্তু আসলে না, কোন মুশকিল নেই। ভগবান এটা সুন্দর ভাবে শাস্ত্রে বুঝিয়ে দিয়েছেন :

কোন অসুবিধা হবে না যদি আপনার জীবনটা আপনি গোবিন্দের সেবায় লাগিয়ে দিন। আপনি আলু, ধান, গম, যাই চাষ করুন, আপনার সব জিনিসটা গোবিন্দের সেবায় লাগাতে হবে, তাহলে আপনার জীবনটাও গোবিন্দের সেবার জন্য হল—আপনি যা ভোগ লাগান সব সময় গোবিন্দের সেবার জন্য হল। ভগবান কী বলেছেন? "যা ধ্যান কর, আমার ধ্যান কর। যা যজ্ঞ কর, আমার যজ্ঞ কর। চুরিও কর আমার জন্য চুরি কর !"

আপনি যখন মঙ্গলারতি করতে যাচ্ছেন তখন দেখছেন যে, বাড়িতে ঠাকুরকে ফুল দেওয়ার জন্য ফুল নেই। আর পাশের বাড়িতে কিছু ফুলগাছ আছে, তখন আপনি পাশের বাড়িতে গিয়ে সেখান থেকে একটা ফুল চুরি করে নিয়ে এসে আরতি করেন। ওই বড়ির লোকটি আপনাকে গালাগাল দিতে পারেন— সে বলছে বলছে কিন্তু আপনি কী করেছিলেন? ভগবানের সেবা করেছিলেন। আর ভগবান বলছেন যে, তুমি চুরি করলে গোবিন্দের সেবা করার জন্য তাহলে তোমার কোন পাপ, কোন অপরাধ হবে না। এই কথাগুলা মনে রাখতে হবে।

আর **লৌল্য** মানে চাঞ্চল্য বুদ্ধি।

"ছয় বেগ দমি', ছয় দোষ শোধি, ছয় গুণ দেহ দাসে।" ছয় বেগ আর ছয় দোষটা ছাড়তে হবে কিন্তু আপনি যদি ভাবছেন, "দুটাই করব," এটা যথেষ্ট নয়। দুধ খেলে পুষ্টি হয় (দুধের মধ্যে ছয় প্রকার ভিটামিন আছে!) আর তার সঙ্গে তামাক খেলে তাহলে কী হবে? দুধের গুণ সব চলে যাবে। সেইজন্য কৃষ্ণনাম করতে হবে। আর আপনি যদি বলেন, আমি যেগুলো বন্ধ করতে বললাম সেগুলাও করব, তাহলে চলবে না। দুটা একসঙ্গে থাকবে না। ভক্তির অনুকূলটা স্বীকার করতে হবে আর ভক্তির প্রতিকূলটা বর্জন করতে হবে।

— ◆ ❖ ◆ —

তুয়া ভক্তি-প্রতিকূল ধর্ম্ম যাতে রয়।
পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয় ॥

তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গবিরোধি-জন-মুখ না হেরিব ॥

ভক্তিপ্রতিকূল স্থানে না করি বসতি।
ভক্তির অপ্রিয় কার্য্যে নাহি করি রতি ॥

ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব।
ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব ॥

গৌরাঙ্গবর্জ্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম্ম তুচ্ছ জানি ॥

ভক্তির বাধক কোন কালে না করি আদর।
ভক্তি-বহির্ম্মুখ নিজ জনে জানি পর ॥

ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জ্জন।
অভক্ত-প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ ॥

যাহা কিছু ভক্তিপ্রতিকূল বলি' জানি।
ত্যজিব যতনে তাহা এ নিশ্চয় বাণী ॥

ভকতিবিনোদ পড়ি' প্রভুর চরণে।
মাগয়ে শকতি প্রতিকূল্যের বর্জ্জনে ॥

(শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শরণাগতি)

সাধ্যবস্তুর মূল : ছয় গুণ

ছয় গুণটা কী ? মন দিয়ে শুনুন।

উৎসাহ। এই যেমন ভক্তগণ উৎসাহ করে আমাকে ডেকেছেন আর আপনাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছেন, "আসুন, আপনারা গুরুদেবের কাছ থেকে হরিকথা শুনবেন আর প্রসাদ পেয়ে যাবেন।" এটা হচ্ছে উৎসাহ। "গুরুদেব বছরের মধ্যে একবার আসেন, আপনারা সবাই আসবেন, আমি ঠাকুরের সেবা করব, ভক্ত সেবা করব"—সেইটা উৎসাহ, আগ্রহ। ভক্তির অনুষ্ঠানে উৎসাহ—অকাজ কুকাজে উৎসাহ নয়, সেটা খারাপ জিনিস। ভক্তির কাজে উৎসাহ থাকতে হবে।

নিশ্চয়। এটা মানে দৃঢ় বিশ্বাস। বিশ্বাসটা হচ্ছে মুখ্য। আমি যখন জন্ম নিয়েছিলাম তখন আমার মা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল, "এটা তোর বাবা।" বাবাকে কে চিনিয়েছে ? মা চিনিয়েছে। সত্য কথা না মিথ্যা কথা সেটা মা-ই জানে ? মা যখন বলে দিচ্ছে এটা তোর বাবা—আমরা বিশ্বাস করে নিচ্ছি। ভগবানের প্রতি এরকম দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে।

ধৈর্য্য। কেউ ভাবছে, "অনেক দিন আগে দীক্ষা নিলাম, ১৫, ২০ বা ৩০ বছর হয়ে গেল। গুরুদেব তো বলেছেন ১৬বার হরিনাম করতে হবে, আর আমি আরও বেশি করছি কিন্তু ফলটা পাচ্ছি না। উহু, আর করব না !" আর তখন আস্তে আস্তে অনুশীলনটা কমিয়ে দেয়—ধৈর্য্য কম বা নেই, টলারেন্স (সহিষ্ণুতা) নেই ... এটা চলবেন না।

ভক্তিপোষক কর্ম্ম—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্য নিজের ভোগ-সুখ পরিত্যাগ করা।

সঙ্গত্যাগ। কাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে বলেছে? অধর্ম্মের সঙ্গ ত্যাগ করতে বলেছে। তারপর, স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করতে হবে—স্ত্রীসঙ্গ মানে পরের স্ত্রীর সঙ্গ, নিজের স্ত্রী নয়। যারা পরের স্ত্রীর সঙ্গ করে, তাদের সঙ্গ করবেন না আর যে বিবাহিত পুরুষ অবৈধ সঙ্গ করে (পরের স্ত্রীর সঙ্গ করে), আপনি তার সঙ্গ করবেন না, তার মুখও দেখবেন না। স্ত্রৈণ—যারা স্ত্রীর বশীভূত, ওদের সঙ্গ করতে নেই। মায়াবাদীর কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে। (যারা নাস্তিক, যারা ভগবানের আকার নেই বলে)। ভগবান আপনাদের দুটো চোখ, দুটো কান, দুটো নাসারন্ধ্র, দুটো পা, দুটো হাত দিয়েছেন আর আপনারা বলেন ভগবান নেই বা ভগবানের আকার নেই। এক ধনী লোকের কাছ থেকে কিছু পয়সা ধার নিলেন আপনি কিছু দিন পরে বললেন যে, লোকটার কোন টাকা নেই—যার কাছ থেকে টাকা ধার নিলেন আপনি বলছেন ওর টাকা নেই ! তাই ভগবানও আমাদেরকে হাত, পা, নাক, চোখ, সব দিয়েছেন আর আমরা কেন বলছি ভগবানের আকার নেই? এই রকম কিছু সম্প্রদায় আছে, তারা মায়াবাদী, নিরীশ্বর—তারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে না। তাদের সঙ্গ করতে নেই।

সদ্বৃত্তি—সাধুগণ যে বৃত্তির দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করে সেই বৃত্তি স্বীকার করতে হবে। আপনারা বাড়িতে অষ্টপ্রহর, পালা কীর্ত্তন, লীলা কীর্ত্তন ব্যবস্থা করেন—তারা ওসব কীর্ত্তন করে কিসের জন্য? পয়সা উপার্জন করবার জন্য। তারা হরিনামকে বিক্রি করে।

যখন কোন বাড়িতে একদিন কীর্ত্তন হয় তখন তারা নিরামিষ খায় (শুধু আলুর দম, তরকারি, ছোলার ডাল, লুচি-টুচি খায়) আর অন্য সময় আজেবাজে বা অমেধ্য খাবার খায়। বাড়িতে দুঘন্টা কীর্ত্তন করল, কিছু টাকা নিয়ে গেল আর সেটাকা দিয়ে মদ, গাঁজা, বিড়ি, সিগারেট খায়। এতে আপনাদের কি মঙ্গল হবে? সাধুগণ যেভাবে জীবন ধারণ করছেন সেইভাবে আপনাদেরকেও জীবন ধারণ করতে হবে। যদি কোন 'সাধু' আপনার কাছে গিয়ে বলেন, "আমাকে টাকা পয়সা দিতে হবে," "আমাকে গাড়ি দিতে হবে," "এ দিতে হবে," "সে দিতে

হবে," "অমুক দিতে হবে," "তমুক দিতে হবে"—এসব সত্যিকারের সাধুরা করেন না। একঘন্টা কীর্ত্তন করলে ১০০০ টাকা দিতে হবে, দুঘন্টা কীর্ত্তন করলে ২০০০ টাকা দিতে হবে—এরকম কোন কাজ সত্যিকারের সাধু করতে পারেন না। এরা নিজেরা ব্যাবসা করার জন্য এসব করে, আর এদের সঙ্গ করতে নেই। এটা সদ্বৃত্তি নয়, এটা অসদ্বৃত্তি আচরণ।

যে ভগবানের নাম করে, ভগবানের পূজা করে পয়সার বিনিময়ে, তাদের সঙ্গ কিছু মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। এটা হচ্ছে *নাম বলে পাপাচার* : "আমি ৩৬৪ দিন হরিনাম করব না, আর বছরে একদিন একটু ভাড়াটিয়া দল নিয়ে কীর্ত্তন দেব আর আমার পাপ সব চলে যাবে।" এই বুদ্ধি করে যারা হরিনাম দেয় আর যারা হরিনাম করে উভয়েই নরকগামী প্রাপ্ত হয়।

এই অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনগুলা আর লীলাকীর্ত্তনগুলা বন্ধ করতে হবে। ওইসব নাম বলে পাপাচার। যে তা করবে তাতে তার পাপ (অপরাধ) হবে, তাতে ক্ষতি হবে। এগুলো *ইমিডিয়েটলি (অবিলম্বে)* বন্ধ করতে হবে। এগুলো বন্ধ না করলে আপনাদের মঙ্গল বয়ে আনবে না। এটা শাস্ত্রের কথা। সেই কথাগুলা শুনে চলতে হবে, সেই কথাগুলা মনে রাখতে হবে।

আপনাদের নিজে কীর্ত্তন করতে হবে। আমি এসেছি কী জন্য? জীবকে দয়া করতে এসেছি। আপনাদের বাড়িতে কীর্ত্তন করতে হবে। আপনি নিজে সারা দিন কীর্ত্তন করবেন। বাড়িতে বসে, খাইতে, শুইতে, বসতে—সব সময় "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" করবেন।

— ◆ ❖ ◆ —

কুটীনাটী ছেড়ে শুদ্ধ আচরণ করো

একটা মোবাইল কিনে যদি ঘরে ফেলে রাখেন কয়েক দিন পরে চার্জটা ফুরিয়ে যাবে। মোবাইলের ব্যাটারিকে চার্জ দিতে হবে। মাইকের ব্যাটারিও চার্জ না দিলে কত দিন মাইক চলিবে? তাকে চার্জ দিতে হবে তা না হলে ব্যাটারি নষ্ট হয়ে যাবে। সেইরকমই হরিকথা শুনিতে শুনিতে আপনাদের ব্যাটারিকে চার্জ দাওয়া হয় তা না হইলে যদি আমরা ব্যাটারিকে কয়েক দিন চার্জ না দেই মায়া আমাদের আক্রমণ করতে পারেন এবং আমরা আবার কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হয়ে যাব।

মায়া অত্যন্ত শক্তিশালী। আপনারা দুর্বল হলে মায়া আপনাদের আক্রমণ করতে পারেন। সেইজন্য সব সময় সাধুসঙ্গ, ভক্তসঙ্গ করিলে মায়া চট করে আসতে পারবে না। যেখানে কৃষ্ণনাম করা হয় সেখান থেকে মায়া অত্যন্ত দূরে পালিয়ে যান। মায়া সব সময় চারদিকে ঘুরঘুর করে আপনাদের ধরতে চেষ্টা করে—যাহাতে আপনারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হয়ে যান। শুধু তাই নয়, আপনার ভগবানের সেবা চলে যেতে পারে।

বিভিন্ন লোক বলে, "মহারাজ আমাকে কৃপা করবেন।" কিন্তু কৃপা শব্দের অর্থ হচ্ছে সেবা পাওয়া। গুরু মহারাজও বলতেন : যদি আপনাদের সেবা থাকে আপনাদের কৃপা আছে—আর যদি আপনাদের সেবা নেই আপনার কৃপা নেই। সেটা মনে রাখতে হবে। আপনাদের কাছে সেবা চলে এসেছে বহু ভাগ্যের ফলে, ভগবানের সেবায় অংশ গ্রহণ করুন। এই সেবা এখানে অভ্যাস করতে করতে আমরা গোলোক-বৃন্দাবনে গিয়েও এই সেবা পাব। এখানে ভৌম বৃন্দাবন আর ওখানে গোলোক বৃন্দাবন—সেই গোলোক বৃন্দাবনে আমরা রাধাগোবিন্দের সেবায় অংশ গ্রহণ করতে পারব।

"জীবন অনিত্য জানহ সার তাহে নানাবিধ বিপদ-ভার।" জীবনটা অনিত্য যেকোন সময় চলে যেতে পারে। মহাজনের শ্রীমুখ থেকে

শ্রবণ করেছেন 'মৃত্যু অতি আসন্ন', মানে মৃত্যু অত্যন্ত কাছেই আছে। যেকোন সময় আমাদের নিঃশ্বাসটা বেরিয়ে যেতে পারে। খট্বাঙ্গ মহারাজ বা পরীক্ষিত মহারাজের মত এত ভাগ্য জন্মায়নি যাতে আমরা জানতে পারব আমরা কত দিন আর বাঁচব। খট্বাঙ্গ মহারাজ জানতে পেরেছেন আটচল্লিশ মিনিট তিনি বাঁচবেন জগতে (তাঁর বাকি আয়ু ছিল আটচল্লিশ মিনিট)। পরীক্ষিত মহারাজ জানতে পেরেছেন তাঁর আয়ু ছিল সাত দিন। এইরকম মুনি-ঋষিগণ জানতে পারেন তাঁদের কত দিন আয়ু আছে কিন্তু আমাদের এত ভাগ্য হয়নি যে, আমরা জানতে পারব সাত দিন বা সাত সপ্তাহ বা সাত বছর বাঁচব কি না। কোন গ্যারান্টি নেই—যেকোন সেকেন্ডে চলে যেতে পারি। কিন্তু সময় নষ্ট না করে আমরা যদি গোবিন্দের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করি তাহলে আমাদের পরমকল্যাণ বস্তু, পরম তত্ত্ববস্তু লাভ হবে। তাহলে আমরা ভগবত-ধামে রাধাগোবিন্দের সেবায় নিজেকে অংশ গ্রহণ করতে পারব।

সেইজন্য আমাদের এই কথাগুলো সব সময় শ্রবণ করতে হবে। শ্রবণ না করলে আমরা কিছু পাব না। শ্রবণ মানে 'শ্রেয় + বন'। দুটি কথা আছে, 'শ্রেয়' এবং 'প্রেয়'। প্রিয় কথা মানে নাচ, গান, হারমোনিয়াম বাজনা ইত্যাদি। আপনারা অনেক কীর্ত্তন দেখছেন—অষ্টপ্রহর, চব্বিশপ্রহর, লীলা কীর্ত্তন কিন্তু এমন কীর্ত্তন সারা জীবনই করলেও ভগবানকে লাভ হবে না। "কোটি জন্ম যদি করে শ্রবণ কীর্ত্তন তবু না পায় ব্রজেন্দ্রনন্দন।" ওইরকম কোটি জন্ম কীর্ত্তন করলে ভগবানকে পাবেন না। ভাড়াটিয়া কীর্ত্তন শুনতে গিয়া লোককে বলা হয় যা ইচ্ছা তাই করবে, যা খুশি তাই করবে। তারা আচার আচরণ কিচ্ছু শুদ্ধ ভাবে করে না—গৌরের কথা মুখে বলে কিন্তু গৌরের আচরণ করে না।

"গোরার আমি, গোরার আমি" মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে ॥

লোক দেখান গোরা ভজা তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি ॥
(শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত, ৮/৬-৭)

আপনি ভাবছেন, "আমি আজকে নির্জ্জলা একাদশী করছি সবাই তা জানেন !" কিন্তু এদিকে আপনি পুকুরে স্নান করতে গিয়ে কিছু জল খেয়ে নিলেন, এবং ভাবলেন—কেউ এটা দেখতে পেলেন না—কিন্তু ভগবান দেখতে পাবেন যে, আপনি চুরি করে জল খাচ্ছেন। এটাকেই বলে গোপনে অত্যাচার।

আপনি কী করছেন না করছেন "গোরা ধরে চুরি" : গোরা জানেন আপনি চোর, তিনি আপনার চুরি ধরতে পারেন। ভগবানের কাছে, মহাপ্রভুর কাছে কিছু লুকানো যাবে না। ওইরকম, গুরুদেবের কাছে কিছু লুকানো যাবে না। গুরুদেব সব জানতে পারেন। যখন গুরুদেব নবদ্বীপ থেকে কলকাতা বা পুরী বা বৃন্দাবনে বেড়িয়ে যান তখন আমি এখানে বসে ভাবছি, "আমি এখানে কী করছি না করছি গুরুদেব কি করে জানতে পারবেন ?" তবু তিনি তো অন্তর্যামী তিনি সব বুঝতে পারেন। আপনি কী করছেন না, কী করছেন, গুরুদেব সব জানতে পারেন। আপনি লুকিয়ে রাখলে কিছু হবে না। যে ভাবছেন গুরুদেব জানতে পারবেন না সে গুরুকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করে। এটা হচ্ছে নামাপরাধ। গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, আমাদের মত মানুষ, সে কিছু বুঝতে পারছেন না, সে কিছু জানতে পারছেন না—এটা হয় নামাপরাধ।

গুরুদেব সব জানতে পারেন, সব বুঝতে পারেন। এটা আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে। কৃষ্ণোন্মুখে হয়ে শুদ্ধ আচরণ করবেন—সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী যে শিক্ষা দিয়েছেন (রূপ-শিক্ষা, সনাতন-শিক্ষা), রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে মহাপ্রভু যে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই শিক্ষাগুলো আপনাদের আচরণ করতে হবে। সেই শিক্ষা যদি নিজে আচরণ করেন তাহলে আপনাদের পরমকল্যাণ হবে।

— ◆ ❖ ◆ —

শ্রীলজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের চিত্তবৃত্তি

শ্রীলজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের কীরকম চিত্তবৃত্তি ছিল ?

অনেকেই গুরুদেবের জন্য রান্না করে এসে বলে, "গুরুদেব আমাকে একটু প্রসাদ দিন।" এটা সব সহাজিয়ারা করে, এরা এসে বলে, "একটু প্রসাদ দিন।" গুরুদেব তখন বিরক্ত হন—যে সত্যিকারের গুরু হন, তিনিই বিরক্ত হন, তিনি কখনও নিজের প্রসাদ দিতে চান না। আপনার যদি প্রসাদ পাওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে আপনাকে লুকিয়ে থাকতে হবে। যখন গুরুদেবের প্রসাদ পাওয়া হল আর যদি তিনি কিছু প্রসাদ থালায় রাখলেন, তাহলে আপনি পরে সেখান থেকে হাতে করে লুকিয়ে কিছু নিতে পারেন। তাঁর কাছ থেকে যে নিতে হবে এমন কোন কথা নেই। আর নিমন্ত্রণ করে গুরুদেবকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসব—"আমি তাঁর একটু প্রসাদ পেতে চাই"—অনেকেই দেখবেন জোর করে খাওয়ায়।

জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজকে একবার কালনার কাছে ধাত্রিগ্রামে একজন নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বাবাজী মহারাজের সেবক ছিলেন বিহারীদাস আর একদিন এই বিহারীদাসের কাছে একটি মহিলা এসে বললেন, "আমি আপনাকে আর আপনার গুরুদেবকে একবার নিমন্ত্রণ করে আমার বাড়িতে একটু রান্না করে প্রসাদ দিতে চাই।" বিহারীদাস বললেন, "ঠিক আছে। আমি বাবাজী মহারাজকে জিজ্ঞেস করব, তিনি যদি রাজি হন, তাহলে ডেট দিয়ে দেব আর সেই ডেট অনুসারে করবেন।"

বাবাজী মহারাজের কাছে গিয়ে বিহারীদাস বললেন, "বাবাজী মহারাজ, একজন ভদ্র মহিলা (বয়স্ক বিধবা) এসেছেন, সে বলছেন তাঁর

বাড়িতে আপনি একটু যাবেন, উনি একটু রান্না করে আপনাকে ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ দেবেন। আপনি কি যাবেন ?"

বাবাজী মহারাজ রাজি হয়ে বললেন, "ঠিক আছে।"

"বলতে পারবেন কোন দিন ?"

"তুমি যে ডেট দিয়ে দেবে, আমি সেই দিন যাব।"

তখন বিহারীদাস ডেট দিয়ে দিলেন আর বাবাজী মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন, "সেই দিন যেতে পারবেন ?"

বাবাজী মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ, পারব।"

তখন সেই দিন হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে (আগের কালে তো কোন ট্রেন ছিল না) তাঁরা ভদ্র মহিলার বাড়িতে উঠলেন। ভদ্র মহিলা বিহারীদাসকে বললেন, "আমার রান্না রেডি (প্রস্তুত)। আপনি ভোগটা লাগিয়ে দেন।" বিহারীদাস ভোগ লাগিয়ে দিলেন, তখন ভদ্র মহিলা বললেন, "আপনারা বসুন, আমি প্রসাদ আপনাদের দুজনকে দেব।"

তিনি কলাপাতায় প্রসাদ দিয়েছেন আর যা দিয়েছেন বাবাজী মহারাজ সব পাতা চুষে খেয়ে নিয়েছিলেন। মহিলা ভাবলেন, "বাবাজী মহারাজকে এত কষ্ট করে নিমন্ত্রণ করলাম... আমার ইচ্ছা ছিল তাঁর একটু প্রসাদ নেব কিন্তু আমি তো দেখছি বাবাজী মহারাজ কিছুই রাখেননি। আমি আরও কিছু তাঁকে দেব !" মনে মনে ইচ্ছা করে তিনি আর একটু জোর করে দিতে গেলেন কিন্তু বাবাজী মহারাজ বললেন, "না, না, না ! কিছু লাগবে না ! আমি শেষ করে দিচ্ছি, আর লাগবে না। আমার প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেছে, আর পাব না।" মহিলা জোর করে বললেন, "না, একটু নিন, একটু নিন।" শেষে জোর করে আবার কিছু প্রসাদ দিয়ে দিলেন—সবজি, তারকারি, অন্ন, প্রভৃতি।

তখন বাবাজী মহারাজ বুঝতে পারলেন, আর মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন, "তুমি আমাকে জোর করে খাওয়াচ্ছ, কারণ তুমি নিজে প্রসাদ পেতে চাও ! তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারছি।" তিনি কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ রইলেন আর তারপর কী করলেন—পুনরায় ওই মহিলা তাঁকে যা দিলেন তিনি আবার সব খেয়ে নিলেন। আবার সব

খেয়ে নিয়ে একবারে কলাপাতাও খেয়ে নিলেন ! মহিলাটি এটা দেখে বললেন, "হায় কপাল !" বিহারীদাসও বললেন, "হায় কপাল ! প্রভুর এত কষ্ট হল ! আমি আর কোন দিন এইরকম নিমন্ত্রণ নেব না।" বাবাজী মহারাজ কিন্তু কিছু বললেন না।

এইরকম ছিলেন শ্রীলজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ।

যখন বাবাজী মহারাজ ও বিহারীদাস এই মহিলার বাড়ির দিকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন একটি ধনী লোক তাঁদের দেখে ভাবলেন, "উহু, সাধুটি খুব গরিব—খালি পায়ে চলে যাচ্ছে, কাপড় সব ছেঁড়া... আমি তাকে কিছু টাকা দিয়ে দেই, তাহলে সে অন্তত একটা ভাল কাপড় কিনতে পারবেন।" আসলে ধনী লোকটির অহঙ্কার, অভিমান ছিল—টাকা আছে, বেশী টাকার গরম আছে। তখন এটা মনে করে তিনি বাবাজী মহারাজকে কিছু টাকা দিলেন। বাবাজী মহারাজ সে টাকাটা নিয়ে আবার হাঁটতে হাঁটতে চললেন। কিছু দূর, তিন কিলোমিটারের মত, গিয়ে তিনি বিহারীদাসকে বললেন, "বিহারীদাস, আবার সে দিকে চল ! যে দিক থেকে এসেছো সে দিকে চলবে।" "কেন ?" "চল, তুমি সেখানে চল।"

সেই ধনীর লোকের বাড়িতে গিয়ে দেখলেন যে লোকটি ছাদে বসে ছিলেন। বিহারীদাস ডাকলেন (বাবাজী মহারাজের বয়স হয়েছে বলে আস্তে আস্তে কথা বলতেন আর জোরে ডাকতে পারতেন না)।

"বাবু, বাড়িতে আছেন আপনি ?"

লোকটা ছাদ থেকে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ, আছি। কেন ?"

"আপনি একটু নিচে আসুন।"

"কেন ? কী হল ?"

"বাবাজী মহারাজ আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।" বললেন বিহারীদাস।

লোকটা নিচে গিয়ে মনে মনে ভাবছিলেন, "আমার মনে হয় তিনি আর একটু চাইতে এসেছে।" এইরকম অনেকই করে—ওদের কিছু একবার দিলে ওরা আবার মাসে-মাসে আসবে। কিন্তু বাবাজী মহারাজ

কী করলেন ? ওইটাকাটা ফেরৎ দিয়ে দিলেন।

“এটা কী ?” লোকটা অবাক হয়ে গেলেন— “প্রথমে নিলেন, তবে এখন ফেরৎ দিচ্ছেন ?”

বাবাজী মহারাজ তখন বুঝিয়ে দিলেন, “বাবা, দেখ, এতগুলোর টাকার ভার আমি সইতে পারছি না। আমি যখন যাচ্ছিলাম হেঁটে হেঁটে, তখন আমার মনে মনে হচ্ছিল যে, আমি টাকা দিয়ে কী কিনব, কী করব, কী হবে—সব সময় এই টাকার চিন্তা করলাম বলে আর হরিনাম করতে পারছিলাম না । বাবা, এই ঝামেলা আমার মাথায় আসছে, তুমি টাকাটা নিয়ে নাও।”

লোকটা বুঝতে না পেরে বললেন, “আমি লক্ষ লক্ষ টাকার ভার সইতে পারি, আর আপনি কী বলছেন ?”

“আপনার মাথা খুব বড়, আপনি সব নিতে পারেন কিন্তু আমার মাথা ছোট, আমি অত ঝামেলা সইতে পারি না। বাবা, তুমি আমাকে রেহাই দাও, টাকাটা নিয়ে নাও । আমি চলি, বাবা ।” টাকা ফেরৎ দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

আমাদের সব মন্দিরে গুরুপরম্পরার মধ্যে বাবাজী মহারাজের ছবি লাস্টে দেখবেন। এইটা বৈষ্ণবতা আর এইভাবে বৈষ্ণবতা আসতে হবে।

“আমি ত' বৈষ্ণব', এ বুদ্ধি হইলে” অমানিনা হব আমি। “আমি বৃহৎ গুরু হয়ে গিয়েছি তবে এখন আমার পা ধুয়ে দাও, আমার এই করে দাও, সেই করে দাও, আমাকে আরতি করতে হবে, এই করতে হবে, সেই করতে হবে।” এসব সহজিয়া গুরুরা করে—আর নিজের প্রসাদ বিতরণ করে।

ভগবানের সংজ্ঞা হচ্ছে এইরকম : তিনি হচ্ছেন ভগবান যাঁর সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য আছে। ভগবানকে কে দিতে পারেন ? বৈষ্ণব ঠাকুর। সেইজন্য বৈষ্ণব ঠাকুরের কাছে কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা করতে হবে : “হে বৈষ্ণব ঠাকুর, তুমি আমাকে কৃপা কর আমি যেন তোমার সেবা করতে পারি।”

"সুখে দুঃখে ভুলো নাক, বদনে হরিনাম কর রে" : সুখে দুঃখে ভুললে হবে না, বদনে হরিনাম করতে হবে। সব সময় এই হরিনাম করবেন, ভগবানের সেবা করবেন, মঠে আসবেন প্রত্যেক দিন, প্রসাদ পাবেন, ভগবানের সেবা করবেন। অভিমান ছেড়ে দিয়ে ভগবানের সেবা করবেন।

— ◆ ❖ ◆ —

অভিমানের পরিবর্তন

অভিমানটা ছাড়তে হবে। তা না ছাড়লে হবে না। ভজন করতে করতে সেবা করতে করতে অভিমান চলে যাওয়া উচিত। যদি সেবা করতে করতে অভিমান চলে না যায়, তাহলে সেবা হচ্ছে না বলতে হবে। আমাদের অভিমান কেন ছেড়ে দিতে হবে? অভিমান-বুদ্ধি সব কিছু আমাদের নষ্ট করে দেয় এবং সেবা থেকে বিচ্যুত করে দেয়। কেউ এতদিন ধরে সেবা করে ভাবছেন, "আমি অনেক দিন ধরে মঠের মালিক ছিলাম ! আমি এত বড় সেবা করেছি !" কিন্তু আসলে আমাদের ভাবতে হবে, "প্রভু, আমি তোমার সেবক মাত্র।"

আমরা ভোগীও নই, ত্যাগীও নই : আমরা ভোগও করব না, ত্যাগও করব না। মাঝখানেতে আমরা সেবী—সেবক। আমাদের নিজেকে সেবক বলে ভাবতে হবে। আমি ম্যানেজারও নই, মঠের ইন-চার্জও নই, আমরা সবাই সেবক—ভগবান কৃপা করে সেবা নিচ্ছেন, তাই ভাল। এটা না বুঝলে আমাদের কিন্তু বিপদ আছে।

আপনারা অনেক দিন ধরে এখানে অনেক কিছুই পাঠে শুনেছেন, কিন্তু এখনও ঠিক মত সঠিক নিষ্ঠা ও সতীত্বতা (চেষ্টিটি) আপনাদের মধ্যে আসেনি। প্রথমে নিষ্ঠা আসতে হবে, নিষ্ঠার পরে আসক্তি, আসক্তির পরে রুচি। এইসব করতে করতে তারপর সতীত্ব (চেষ্টিটি) হয়। সেইটা খুবই কম লোকের থাকে। খুবই কম লোকই আছেন যে তাঁর ছাড়া কিছুই জানেন না, তাঁর ছাড়া কিছুই বুঝেন না, এইরকম ভাব। ব্রজগোপীদের সেইরকম ভাব, সেইরকম ভাবটা আমাদের হৃদয়েও আসতে হবে।

আপনারা নিজেরাই একটু চিন্তা ভাবনা করতে পারেন : কেন এই পথে আসব ? কেন হরিনাম করব ? কেন ভজন করব ? কেন ভগবানের সেবা করব ? এটা নিজেকে দিয়ে বিচার করতে হবে।

আপনারা চিন্তা করুন। আমি আপনাদের কাছেই একটা প্রশ্ন রাখতে পারি : আপনারা এই জগতে প্রত্যেক দিন কত লক্ষ লক্ষ জীবকে হত্যা করে বেঁচে আছেন, বলুন ? যখন আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস করছি—শ্বাস নিচ্ছি, শ্বাস বেরিয়ে চলে যাচ্ছে—তখন কত জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে, কত জীবন আমরা মেরে ফেলছি ! আপনারা যখন ভাত খাচ্ছেন বা সবজি কাটছেন, তখন কত গাছকে হত্যা করে বেঁচে আছেন। আপনারা বাঁধাকপিই খান, ফুলকপিই খান, ডাঁটাই খান, শাকই খান—কিন্তু আপনারা গাছকে হত্যা করে খেয়ে বেঁচে আছেন। জল পান করে কত জীবকে আমরা খেয়ে শেষ করে দিচ্ছি। যখন নিজের জন্য রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, তখন কত পিপীলিকা মেরে ফেলেছি বা যখন গাড়িতে করে যাচ্ছি গাড়ির তলায় কত পশুপাখি, কত কিছু সাপ ব্যাঙ ইত্যাদি মরে যাচ্ছে। এর জন্য আপনিই দায়ী।

এসব পাপের ফল আপনাদের জন্মে জন্মে ভোগ করতে হবে। এই জন্মে যা আমরা পাপ করছি, পরের জন্মে সেই পাপের ফল ভোগ করতে হবে (সেটা এই জন্মে হতে পারে, পরের জন্মেও হতে পারে)। এই পাপ থেকে রেহাই পাওয়া একমাত্র উপায়টা কী আছে ? সেটাও শ্রীমদ্ভাগবতম্ বলেছেন (১/১/২):

পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্মনামে-চলে।
ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে ॥

নিজের জীবন আপনারা পরিবর্তন করতে পারেন। আপনারা যেগুলো কাজ করছেন সেগুলো করতে বারণ করিনি ("গৃহে থাক, বনে থাক সদা 'হরি' বলে ডাক") কিন্তু আপনাদের জীবনটাকে গোবিন্দের সেবায় লাগাতে পারেন। কেউ সংসারে আছেন, কেউ মঠে আছেন, কেউ একা বাস করেন—যদি রান্না করে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে

প্রসাদ পান তাহলে আপনাদের পরমকল্যাণ বস্তু লাভ হবে। ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে তাঁর প্রসাদ পেলে তাহলে আপনাদের যত পাপ আছে সেগুলো আর থাকবে না। "প্রসাদ-সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়।" প্রপঞ্চ কী কী ? মনে আছে ?...

— ◆ ❖ ◆ —

অহং মম-শব্দ অর্থে যাহা কিছু হয়।
অর্পিলুঁ তোমার পদে ওহে দয়াময় ॥

'আমার' আমি ত' নাথ ! না রহিনু আর।
এখন হইনু আমি কেবল তোমার ॥

'আমি'-শব্দে দেহী জীব অহংতা ছাড়িল।
ত্বদীয়াভিমান আজি হৃদয়ে পশিল ॥

আমার সর্ব্বস্ব, দেহ, গেহ, অনুচর।
ভাই, বন্ধু, দারা, সুত, দ্রব্য, দ্বার, ঘর ॥

সে সব হইল তব, আমি হইনু দাস।
তোমার গৃহেতে এবে আমি করি বাস ॥

তুমি গৃহস্বামী, আমি সেবক তোমার।
তোমার সুখেতে চেষ্টা এখন আমার ॥

স্থূল-লিঙ্গ-দেহে মোর সুকৃত-দুষ্কৃত।
আর মোর নহে, প্রভু ! আমি ত' নিষ্কৃত ॥

তোমার ইচ্ছায় মোর ইচ্ছা মিশাইল।
ভকতিবিনোদ আজ আপনে ভুলিল ॥

(শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শরণাগতি)

ভবরোগের বোঝা

দীক্ষা নিয়ে শুধু চারবার মালা জপলে আর আজেবাজে কথা বেশি বললে, কাজ হবে না। শুধু হরিনাম নিলেই হবে না—হরিনাম নিলে ঠাকুরের প্রসাদ ভক্ষণ করতে হবে : “প্রসাদ-সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়”। প্রসাদ সেবা করবেন।

শুধু ঠাকুরকে পূজা করলেও হবে না। আপনারা আমাকে প্রতি দিন গলায় মালা দেন, পায়ে ফুল দেন, আর আমার যখন ক্ষিদা লাগছে, তখন খেতে দিচ্ছেন না, তাহলে কি কাজ হয়? প্রত্যেক দিন ঠাকুরকে ভোগ দিতে হবে। আমরা যেমন প্রতিদিন খাই, ঠাকুরকেও খেতে দিতে হবে। এটা হচ্ছে নিত্যসেবা।

ঠাকুরকে সকালবেলা উঠে মঙ্গলারতি করতে হবে। সকাল সকাল শুরু করতে হবে—টিভি দেখা, রেডিও শোনা, সিরিয়েল দেখা, ওই সব বন্ধ করতে হবে। এগুলো হচ্ছে দ্বেষ ও অভিনিবেশ। সকালে উঠে মঙ্গলারতি করতে হবে, বাল্য-ভোগ দিতে হবে, অর্চ্চন করতে হবে, তারপর ঠাকুরকে ভোগ দিতে হবে, ভোগ দিয়ে ভোগারতি কীর্ত্তন করবেন। দুপুরে ঠাকুরকে শয়ন দিতে হবে, বিকালে আবার কিছু বৈকালের ভোগ দিতে হবে (ফল, মিষ্টি, শসা, যে যা জোটাতে পারেন, সেটা দেবেন)। সন্ধ্যা সময় আরতি করবেন আর যা রান্না হবে সে ভোগ দিয়ে রাত্রে ঠাকুরকে শয়ন দিয়ে তাঁর প্রসাদ পাবেন। এটাই হলো নিয়ম, আর এইটা নিয়ম করে সব সময় চলতে হবে।

“প্রসাদ-সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়।” প্রসাদ সেবা করতে হবে।

প্রশ্ন : *প্রপঞ্চ মানে কী?*

প্রপঞ্চ মানে পাঁচটা রোগ আছে : অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ। এটা ক্যান্সার রোগ নয়, গল ব্লাডার স্টোন নয়, টিউমার নয়—প্রপঞ্চ মানে ভবরোগ।

অবিদ্যা—মানে অজ্ঞান। যাহা জাগতিক স্কুলে পড়ানো হয় সেগুলো হচ্ছে অবিদ্যা বা জড়বিদ্যা। এই সব বিদ্যার ফলে জীব নিজের চিৎ-স্বরূপ (অর্থাৎ আমি কে) ভুলে যায়। এটা হচ্ছে রোগ। "আমি অমুক মহারাজ," "আমি অমুক মঠের ম্যানেজার," "আমি বাড়ির মালিক, কর্তা," "আমার ছেলে-মেয়েরা, স্ত্রী আমার আনুগত্যে থাকবে, আমার নিচে থাকবে।"

'কৃষ্ণ-নিত্যদাস'—জীব তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥
(চৈঃ চঃ ২/২২/২৪)

বড় বড় সায়েন্টিস্টরা বলে আমরা সব আবিস্কার করেছি, আমরা সব করেছি, ভগবান নেই। আমি বলি : "যদি ভগবান নেই তাহলে মানুষের প্রাণ দাও দেখি। তোমরা মানুষের জীবন বাঁচাতে পার কিন্তু মৃত মানুষকে বাঁচাও দেখি।" জীব যে চিৎস্বরূপ সেটা হচ্ছে "জীব নিত্যকৃষ্ণদাস।" জীব নিজের চিৎস্বরূপ—আমি যে একটা দেহ নই, আমি যে আত্মা—ভুলে গেছে। সে ভুলে যাওয়ার নামই হচ্ছে অবিদ্যা।

অস্মিতা—স্থূল জড়দেহে আত্মবুদ্ধি। মায়াবাদীরা এটা করে। দেহবুদ্ধি মানে আমি ভাবছি যে, আমি আর আমার দেহ এক বস্তু। কিন্তু সেটা সত্য কথা নয়। আমিটা হচ্ছে আত্মা আর দেহটা হচ্ছে পঞ্চভৌতিক (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম)। দেহবুদ্ধি দ্বারা আমরা সব সময় ভাবছি, "আমার বাড়ি," "আমার পুত্র," "আমার স্ত্রী," "আমার সন্তান,"— আমার আমার করে যাই।

রাগ—লোকের সঙ্গে রাগ করা সেই রাগ এটা নয়। দেহের অনুকূল জড়বিষয়ে তীব্র আসক্তি। এটা মানে দেহের প্রতি আসক্তি, সব সময় দেহের চিন্তা, আমি আমার চিন্তা করা : "আমার কী হবে? আমি মঠে এসেছি, কিন্তু বয়স্ক যখন হয়ে যাব আমাকে কে দেখবে?

কিছু টাকা জমাতে হবে।" এটা হচ্ছে রোগ।

দ্বেষ—বিষয় ভোগের প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষবুদ্ধি। যাঁরা হারিনাম করছেন বা সেবা করছেন তাঁদের প্রতি হিংসা করা—নিজে করব না আর অন্য কাউকে করতেও দেব না, আর যদি কেউ কিছু করছেন, আমি তাঁর পিছনে দোষ দিচ্ছি না নিন্দা করছি।

আসলে আমরা ভোগীও নই, আমরা ত্যাগীও নই। যেমন একটা গাছের আম হচ্ছে—আমি আমটা যদি খেয়ে নিই তাহলে আমি ভোগী, আর আমি ত্যাগী মানে গাছের আমটা দেখে আমি বলছি, "খাব না !" এবং ফলটা পচে যায়। কিন্তু দুটোই ভুল ধারণা। যদি আমি আমটা ছিলে গোবিন্দের সেবায় লাগিয়ে দেই আর পরে প্রসাদ নিই, তাহলে এইটা হচ্ছে সেবা। ভোগও করলেও হবে না, ত্যাগও করলে হবে না।

আর **অভিনিবেশ** মানে অনুকূল বিষয়ের প্রতি মমতা বা আবিষ্টতা এবং তাহার ত্যাগে অসহিষ্ণুতা। আমি জানি কী কী ভক্তির প্রতিকূল কিন্তু সেটা ছাড়তে পারছি না। আর যে ভক্ত্যঙ্গ আছে—সাধুদের সেবা করতে হয়, সবজি রান্না করতে হয়, ঠাকুরের বাসন মাজতে হয়, জায়গায় ঝাড়ু দিতে হয়, পরিষ্কার করতে হয়—এই সবের প্রতি আসক্তি নেই, এসবের প্রতি আমি অনাসক্ত কিন্তু উলটা দিকে (জড়বিষয়ের প্রতি) আমার আসক্তি আছে। জুয়া খেলা, তাস খেলা ; মদ, গাঁজা, পান, বিড়ি, সিগারেট ; পরের মেয়ের দিকে চোখ দেওয়া, পরের স্ত্রীর দিকে লোভ ; মাছ মাংস—এসব ছাড়তে পারছি না। এটা হচ্ছে অভিনিবেশ।

এই পাঁচটা রোগ আছে। প্রসাদ সেবা করলে এই পাঁচটা রোগ চলে যাবে। পাঁচটা রোগ সারাতে হবে।

একটা চিন্তা করুন তো। আপনি আপনার বাড়িতে আমাকে নিমন্ত্রণ করছেন, "বাবা, আমার বাড়ি যাবেন।" কিন্তু আপনার যা ঘর আছে সে সব ঘরের মধ্যে আপনি ধানের বস্তা (চালের বস্তা, ডালের বস্তা, গমের বস্তা আর অন্য সংসারের জিনিস) বোঝাই করে রেখে

দেন। কোথায় আমাকে বসতে দেবেন, বলুন? আপনার জায়গাই তো নেই। সেইরকম গুরুদেব, ভগবান, ভক্তিদেবীকে বসার জন্য হৃদয়ে জায়গা দিতে হবে। হৃদয়ে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, অভিমান, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা—এগুলো দিয়ে ভর্তি করে রাখেন (আপনার হৃদয়ে বসার জায়গা নেই) আর ওখানে যদি ডাকছেন ভক্তিদেবীকে বা ভগবানকে, তাহলে তাঁদের রাখবেন কোথায়? ভক্তিদেবী এসে ফিরে যাবেন।

— ◆ ❖ ◆ —

অনিবার্য টান—কার প্রতি ?

হরিকীর্ত্তন কে করতে পারে ?

দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জ্জন।
চারিগুণে গুণী হই করহ কীর্ত্তন ॥

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

যে দৈন্যে-দয়া করতে পারবে, অন্যে মান দিতে পারবে, অন্যে সম্মান দিতে পারবে আর প্রতিষ্ঠা (নাম ও যশ) বর্জ্জন করতে পারবে। সেই হবে একমাত্র কৃষ্ণনামের অধিকারী।

সেইভাবে, বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হয়ে কৃষ্ণের ভজন করতে হবে।

আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত।
বিষয়সমূহ সকলি মাধব ॥

("বৈষ্ণব কে ?" শ্রীলভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর)

আসক্তি থাকবে না কিন্তু সম্বন্ধ থাকবে—বিষয়সমূহ সকলি মাধব। আপনাদের বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকবে না, কিন্তু সম্বন্ধ থাকবে। আপনাদের ভাবতে হবে ওইরকম : যে বাড়িতে আপনি থাকেন, সে বাড়িটা আপনার নয়, ঘরটা আপনার নয় কিন্তু আপনি পাহাড়া দিচ্ছেন—সেই সম্বন্ধেই আপনি ওখানে থাকবেন। যেহেতু ভগবানের সম্পত্তি পাহাড়ার দরকার আছে সেহেতু আপনি ওখানে বাস করেন। এইরকম ভাবে আপনার নিজের বাড়িটা দেখবেন।

বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার ॥

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

কাম আছে কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, কৃষ্ণের জন্য : যা কিছু করবেন সেটা কৃষ্ণের সেবার জন্য করবেন। রান্না করছেন ভগবানের জন্য, ব্যবসা করছেন ভগবানের জন্য, চাকরি করছেন ভগবানের জন্য, যে সব কিছু করছেন সেটা ভগবানের জন্য। এইরকম বুদ্ধিটা যাঁর আসবে, তিনি হবে কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণভক্ত না হলে কৃষ্ণভক্তের সেবা করা যায় না। আগে কৃষ্ণভক্ত হতে হয়, তবে কৃষ্ণভক্তের সেবা করা যায়।

আসলে বিষয় ছাড়া খুব দুষ্কর। আমরা চাই যে বিষয় ছেড়ে দেব, কিন্তু গৃহের আসক্তি ছাড়তে পারছি না, স্ত্রীর আসক্তি ছাড়তে পারছি না, পুত্রেতে আসক্তি ছাড়তে পারছি না। কোনটার আসক্তি ছাড়তে পারছি আমরা।

দুই সাধু হরিদ্বারে গিয়ে গঙ্গার ধারে বসে ছিলেন। ওখানে গঙ্গার তো জল কম (পাথরগুলো দেখা যায়) কিন্তু স্রোত খুব বেশি। এবং দেখতে পেলেন যে, জলে একটা কালো মত জিনিস ভেসে যাচ্ছিল। এক সাধু এক সাধুকে বলছেন, "হে দেখ, এটা কি কম্বল চলে যাচ্ছে? কম্বলটাকে তুলে নিয়ে আসতে পারলে তো আমরা দিনের বেলা শুকিয়ে দেব আর রাত্রে গায়ে দিতে পারি।" "হ্যাঁ, ঠিক বলছ, আমি এটাকে নিয়ে আসব।"

তখন তার মধ্যে একজন সাধু জলে নেমে পড়ল। কিন্তু ওটা তো কম্বল ছিল না—ওটা ছিল কালো ভল্লুক ! সেই ভল্লুকটা ওই লোকটাকে চেপে ধরল। ভল্লুকটাও বাঁচতে চাইল— সে ভাসছিল কিন্তু স্রোতার টানে সে উঠতে পারছিল না। আপনি যখন গঙ্গায় ডুবে যান আর সাঁতরাতে পারেন না, সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্ত হয়ে পড়ে কিছু খড় পেলে তাকে ধরার চেষ্টা করবেন, তাই না? তখন সেই ভাল্লুকটাও মানুষটাকে পেল আর তাকে চেপে ধরল। ভাল্লুকটার শক্তি মানুষের চাইতে বেশি, তাই সাধুটা উঠতে পারছিলেন না। যে সাধুটা উপরে ডাঙায় ছিলেন অপর সাধুর অবস্থা দেখে বললেন, "আরে, তুমি কম্বলটা ছেড়ে দাও !" কথা শুনে সাধুটা উত্তরে বললেন, "আমি তো কম্বল আগেই ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু কম্বলটা আমাকে ছাড়ছে না !"

আমরাও বিষয় ছাড়তে চাইছি কিন্তু বিষয় আমাদের ছাড়ছে না।

বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

কখন ভক্তি হবে বুঝব কি করে? আমার ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যার প্রতি যে টানটা থাকবে, সেই টানটা ভগবানের প্রতি থাকতে হবে। "আমি ভগবানকে সেবা করতে পারলাম না!"—এইরকম টানটা থাকতে হবে, তখন এইরকম প্রীতিটা পাওয়া যাবে। তখন বুঝবেন যে, আপনার ভক্তি হয়েছে।

স্কুলে দশ বছর পড়ে একটা সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। কীরকম দশ বছর ধরে পড়েছেন পরীক্ষায় দেখা হয়। আর সাধুর পরীক্ষা কীরকম? আমার আজেবাজে কথা শুনতে ভাল লাগছে না আমার গল্প করতে ভাল লাগছে না আমার টিভি সিরিয়েল দেখতে ভাল লাগছে না আমার এই হরিকথা, ভগবতকথা শুনতে ভাল লাগছে? কোনটা ভাল লাগছে আপনাদের ? যদি আপনাদের হরিকথা শুনতে ভাল লাগছে তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনাদের কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি আর কৃষ্ণের প্রতি রতি-মতি আসছে। যদি রতি-মতি আসবে না তাহলে কিছু হবে না। সেইজন্য, কৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করতে হবে। এইটা আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে।

— • ❖ • —

সাধুসঙ্গের প্রভাব

প্রত্যেক দিন কীর্ত্তনে আমরা গাই, "রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস"। নরোত্তমদাস ঠাকুর রামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গ চাইছেন। বিভিন্ন কীর্ত্তনে নিজের নাম বা গুরুদেবের নাম করে লেখা আছে, এখানে গিয়ে নরোত্তমদাস ঠাকুরের গুরু কি রামচন্দ্র? না। তিনি হচ্ছেন তাঁদের শিক্ষা-গুরু বলা চলে। কেন তিনি তাঁর সঙ্গ মাগছেন? কেন এটা প্রার্থনা করছেন?

মহাপ্রভুর পরে তিনজন সমসাময়িক ছিলেন—শ্যামানন্দ প্রভু, আচার্য্য শ্রীনিবাস আর নরোত্তমদাস ঠাকুর। এঁরা মহাপ্রভুর পরে তাঁর লাইনটা রক্ষা করলেন।

একদিন আচার্য্য শ্রীনিবাস আর নরোত্তমদাস ঠাকুর একটা নিমগাছের তলায় বসে ছিলেন আর ওখান দিয়ে রামচন্দ্র কবিরাজ বিয়ে করে যাচ্ছিলেন। আগের যুগে কি করে লোক বিয়ে করতেন আপনারা দেখেছেন কি না জানি না, আপনাদের বাবা মা তা দেখেছেন, আমিও বাবা মায়ের মুখে শুনেছি। আগে লোক পণ (টাকা) দিয়ে মেয়ে কিনে পালকি করে নিয়ে আসত। সেইজন্য, রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁর বউকে নিয়ে একসঙ্গে পালকিতে ওঁকে শ্বশুর বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ওইটা দেখেই আচার্য্য শ্রীনিবাস বললেন, "গেল! এই লোকটা মায়ার কবলে পড়ে গেল, এর জীবন বৃথা হয়ে গেল..."

এটা কথা রামচন্দ্র কবিরাজের কানে গেল আর তিনি বাড়িতে গিয়ে চিন্তা করতেন, "যখন নিমগাছের তলা দিয়ে আসছিলাম, দুইজন সাধু ওখানে বসে ছিলেন আর তাঁদের মধ্যে একজন সাধু আমাকে দেখেই বললেন যে, আমার জীবন বৃথা হয়ে গিয়েছে। মানেটা কী?

আমরা সংসার করেছি, জীবন বৃথা হয়ে গেল মানে কী?" রামচন্দ্র কবিরাজ সারা ক্ষণ ওই চিন্তা করতেন: "লোকটা আমাকে কী বললেন?" বউয়ের চিন্তা করছিলেন না—বাড়িতে নতুন বউ এসেছেন, বাসর রাত্র, এসব আর চিন্তা নেই, শুধু ওই সাধুদের কথা মাথার মধ্যে আসল। "সাধু কী বললেন? জীবন চলে গেল? মায়ার মধ্যে পড়ে গেলাম - এটার মানে কী?" এসব সারা ক্ষণ চিন্তা করতে করতে পরের দিন সকালবেলা নিমগাছটা খুঁজে বের করে সাধুদের কাছে চলে এসে বললেন, "কালকে যখন আমরা স্বামী স্ত্রী যাচ্ছিলাম পালকি করে তখন আমার কানে ওইটা শুনলাম... আপনি বললেন যে, আমার জীবন বৃথা হয়ে গেল, যে আমি মায়ার কবলে পড়ে গেলাম। কী ব্যাপার?" (শুধু কান দিয়ে শুনলে হবে না—হৃদয় দিয়ে শ্রবণ করতে হবে। রামচন্দ্র কবিরাজ হৃদয় দিয়ে শ্রবণ করলেন আর তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওই কথাটা হৃদয়ে লেগেছে।) তখন আচার্য্য শ্রীনিবাস আর নরোত্তমদাস ঠাকুর হরিকথা বলতে শুরু করলেন আর তাঁকে সব ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন—মায়া কাকে বলে, মায়ার কবলে পড়লে কী অবস্থা হয় ইত্যাদি।

সর্বশেষে রামচন্দ্র কবিরাজ আচার্য্য শ্রীনিবাসের কথা শুনতে শুনতে বললেন, "আমি আপনার কাছ থেকে দীক্ষা নিতে চাই।" দীক্ষা দিয়ে আচার্য্য শ্রীনিবাস বললেন, "তুমি দীক্ষা নিয়েছ, এখন বাড়ি চলে যাও।" বাড়ি গিয়ে আর কিছুতেই তাঁর সংসারে মন লাগছে না। তিনি আবার চলে আসলেন। আচার্য্য শ্রীনিবাস অবাক হয়ে বললেন, "সে কী? তুমি আবার চলে এসেছ? তোমার বাড়িতে নতুন স্ত্রী, কয়েক দিন আগে বিয়ে হয়েছে আর কালকে দীক্ষা নিয়ে চলে গিয়ে আবার পরের দিন চলে এসেছ? তুমি ঠিক করে বাড়ি ফিরে যাও।" বুঝিয়ে টুঝিয়ে দিয়েছেন কিন্তু তিনি বারবার ফিরে চলে আসলেন। তখন তাঁকে আর কী বলবেন? তখন আচার্য্য শ্রীনিবাস আর তাঁকে ফিরাতে পারলেন না—সেইভাবে রামচন্দ্র কবিরাজ আচার্য্য শ্রীনিবাসের কাছে থাকতে লাগলেন আর সর্বশেষে তাঁর সঙ্গে বৃন্দাবনে চলে গেলেন।

এটাই বলা হচ্ছে সাধু-সঙ্গ—তিনি সুন্দর ভাবে হৃদয় দিয়ে কথাটা শ্রবণ করেছেন আর সেই শোনার ফলে তাঁর দেখুন কী হয়ে গেল? সাধুসঙ্গের প্রভাবে সদ্‌গুরুর কাছে শরণাপন্ন হয়ে তিনি হরিভজন করতে পারলেন—শুধু তাই নয়, বাড়ি ঘর ছেড়ে দিয়ে তিনি পুরাপুরি চলে আসলেন। তাহলে শ্রবণের কী ফল? বুঝতে পারছেন? হৃদয় দিয়ে শ্রবণ করতে হয়।

সেইজন্য নরোত্তমদাস ঠাকুর বলছেন, "রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস।"

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ২/২২/৫৪)

প্রকৃত সাধুসঙ্গ হলে তবে আমাদের পরমকল্যাণ বস্তু লাভ হবে।

অসাধুসঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে তবু নাম কভু নয়॥

(শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত, ৭/১)

অসাধুসঙ্গে কখনও কৃষ্ণনাম হয় না। লবমাত্র সাধুসঙ্গ হলেই তার ফলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়ে যাবে।

আপনারা বারবার এখানে আসেন কিন্তু সত্যিকারের সাধুসঙ্গ যদি হত, তাহলে আপনারা আরও অনেক উপরে উঠতে পারতেন। আর যদি আপনাদের মনে হয় যে, "সাধু আমার মত খায়, সাধু আমার মত বাথরুমে যায়, সাধু আমার মত স্নান করে, সে আমার মত একই রকম ব্যক্তি",—তাহলে সেটা সাধুসঙ্গ নয়। সাধুর বাহ্যিক বিষয় বস্তু শুধু দেখেন আর তাঁর আসল বিষয় বস্তু দেখতে পারেন না। সেইজন্য, আমাদের সত্যিকারের সাধুসঙ্গ করতে হবে—হৃদয় দিয়ে আর নিষ্কাম ভাবে।

ভক্তিজগতের পরীক্ষা

বৈষ্ণবের ছাব্বিশটা গুণ আছে : কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম, নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ, অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ, মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী। সেই গুণটা আপনার মধ্যে আছে কি না? ছাব্বিশটাই গুণ দূরে থাকুক তার মধ্যে একটাও আছে কি না? সেইটা আপনাদের নিজেই নিজের দিকে বিচার করতে হবে।

স্কুলে ফোর ক্লাস পর্যন্ত পড়লে প্রাইমারি পাস হয়, তারপর দশম ক্লাস পর্যন্ত পড়লে হাই স্কুল পাস হয়, আর দ্বাদশ ক্লাস পর্যন্ত পড়লে উচ্চমাধ্যমিক পাস হয়, তারপর কলেজে ভর্তি হয়। কিন্তু এখানে পরীক্ষা নেবে কে? নিজের পরীক্ষা নিজেই নিতে হবে : আপনি সত্যিকারের ভজন করছেন কি করছেন না? আপনার হরিকথায় মতি আসছে কি রতি আসছে না? সেটা আপনাকে নিজেকে বিচার করতে হবে। আপনার পরীক্ষা আপনাকেই নিতে হবে : আপনি সত্যিকারের হরিভজন করছেন কি না? আপনি সাধু হলেন কি না? আপনি পরচর্চা, পরনিন্দা করছেন কি না? 'আমি' 'আমার' বস্তুটা দেখছেন কি না? নাম বলে পাপাচার করছেন কি না? এই ধরনের জিনিষ যদি থাকে, তাহলে এটা হরিনাম হল না। কতক্ষণ হরিনাম হয় সেটা নিজেকে বুঝতে হবে। সেইজন্য বৈষ্ণব-ভজনটা (সেবা) আমাদের কর্তব্য।

একাকি নির্জন ভজন করলে তবে এটা কৈতব। "নির্জনে একাকি থাকব ও কারও সঙ্গ করব না"—সেটা হচ্ছে কৈতব- অত্মবঞ্চনা। নির্জনে বসে থেকে একাকি ভজন করা মানে আপনি আত্মবঞ্চনা করলেন। কলিযুগের ভজনটা হচ্ছে গোষ্ঠভজন, গোষ্ঠ্যানন্দী—

নির্জন ভজন নয়। সাবাইকে নিয়ে সঙ্কীর্ত্তন করতে হবে। তাহলে এটা সত্যিকারের নাম হয়।

মনে মনে হরিনাম করলে আপনার অনেক চিন্তাভাবনা এই সময় আসে। এমনকি ১০ মিনিট এমনই বসে থাকতে মুশকিল কারণ অনেক চিন্তা মনের মধ্যে এসে যায়, যখন ধ্যানে বসেন অন্য চিন্তা মনের মধ্যে এসে যায়। আর যখন আপনি জোরে জোরে হরিনাম করেন, তখন পশুপাখি, গাছপালা, কীটপতঙ্গ (যারা বলতে না পারে, শুনতে না পারে) ওরাও কিছু মঙ্গল পেতে পারে। তারা সাউন্ড ভাইব্রেশন (শব্দতরঙ্গ) শুনতে পায়।

গুরুমহারাজ বলছেন শব্দতরঙ্গ ইথারের মধ্যমে এসে যায়। ইথার মানে কী? যেমন টেলিভিশনের সেন্টার বা আকাশতার (অ্যরিয়েল) সেন্টার হচ্ছে কলকাতায় কিন্তু আপনি এখান থেকে একটু স্বইচ দেন আর সিগন্যালটা তরঙ্গের মধ্যমে ওখান থেকে চলে আসে। মোবাইলটাও এইরকম। টাওয়ারটা হচ্ছে কোথায় - আর এখান থেকে আমরা কথা শুনতে পাই, দেশ বিদেশের কথাও শুনতে পাই। সেটা হচ্ছে শব্দতরঙ্গ যেমন ইথারের মাধ্যমে চলে আসে।

গুরুমহারাজ আর একটা কথা বলছেন, সুন্দর করে মন দিয়ে শুনতে হবে আর মনে রাখতে হবে।

এই জগতের লোকগুলো বলে যে ভক্তি জগৎ নেই। যদি আপনার কান না থাকে (যদি কান বধির থাকে), তাহলে শব্দজগৎ বলতে কিছু আছে? আপনি কথা বুঝতে পারবেন? কানে যদি শুনতে না পাই (লোকে বলে 'কান কালা'), বাহিরে যে অত শব্দ হচ্ছে (মাইক বাজছে, লোক কথা বলছে, পাঠও হচ্ছে) আমি সেটা কিছুই শুনতে পারছি না, তাহলে আমি ভাবছি যে, কোন শব্দ কি নেই এই জগতে? কিন্তু সেটা কি সত্য কথা? আমি যদি শুনতে পাই, তাহলেই বোঝা যায় যে, এটা সত্য কথা নয়। শব্দজগৎ আছে।

দৃষ্ট জগৎও আছে। যদি চোখ অন্ধ হয় তাহলে আমার কাছে পৃথিবীতে আর কিছু নেই—আলো নেই, গাছপালা নেই, কীটপতঙ্গ

নেই, পশুপাখী নেই, কিছুই নেই কারণ আমার দৃষ্ট বস্তু কিছু নেই। চোখে দেখতে পারছি না বলে জগতে আমি আর কিছু দেখতে পারছি না। এইজন্য, আমি বলি এই জগতে কিছুই নেই। কিন্তু সেটা কি সত্য কথা ? সেটা সত্য কথা নয়।

কান থাকলে যেমন শব্দজগৎ আছে, চোখ থাকলে যেমন দৃষ্ট জগৎ আছে (দেখার বস্তু আছে), সেইরকম ভক্তি থাকলে ভগবান আছেন। এটা মনে রাখতে হবে। ভগবান নেই বললে সেটা কেউ শুনবেন না। ভক্তি থাকলে ভগবান আছেন।

চোখ যদি থাকে, আমি এই বিল্ডিং দেখতে পারছি, গাছপালা দেখতে পারছি, পুকুর দেখতে পারছি, জঙ্গল ও রাস্তা দেখতে পারছি, আপনাদেরকে দেখতে পারছি। যাদের চোখ আছে, তারাও এটা বলবে। যদি চোখটা অন্ধ হতো দেখতে পেতাম না। তাহলে, যার ভক্তি আছে বলে, সে-ই ভগবানকে দেখতে পাবে—ভক্তি থাকলে ভগবানকে দর্শন হবে। ভগবান আছেন বলে সেটা বিশ্বাস করতে হবে। ভক্তি থাকলে সেটা বুঝতে পারবেন। ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে লাভ হয়। এইটা মনে রাখতে হবে।

এটা পরমগুরুমহারাজ শ্রীল শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের কথা, এটা তিনি তাঁর বইতেও লিখেছেন।

আমাদের সেইভাবে সব সময় এই চিন্তা করতে হবে। এই চিন্তাভাবনার মধ্যে আমাদের জানতে হবে, বুঝতে এবং থাকতে হবে।

— ◆ ❖ ◆ —

নিত্য-সেবা

গৃহে থেকে ভগবানের সেবা করা যায়। সারা পৃথিবীর লোকের যে একবারে সংসার ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে এমন কথা নেই। কথাটা বুঝতে হবে।

একদিন শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কাছে দু'জন স্বামী ও স্ত্রী গিয়ে পড়ে তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে গিয়েছেন। বিকালে প্রভুপাদের কাছে এসে বললেন,

"আমরা দুজনই দীক্ষা নিতে এসেছি আপনার কাছে।"

"দীক্ষা আপনারা কেন নেবেন?" প্রভুপাদ জিজ্ঞেস করলেন।

তাঁরা উত্তরে বললেন, "যেন আমাদের সংসার ভাল শান্তিভাবে থাকবে, আমাদের ছেলেমেয়ের ভাল লেখাপড়া হবে—এইজন্য আমরা দীক্ষা নিতে এসেছি।"

"ওটার জন্য আমি দীক্ষা দিতে পারি না।" প্রভুপাদ বললেন। তারপর তিনি প্রস্তাব করলেন, "আমি বলি কী, আপনারা এক কাজ করুন। আপনাদের ঘর দেওয়া হবে, সেই ঘরে সাত-দশ দিন ধরে থাকুন। আমি প্রত্যেক দিন পাঠ করি সকাল ও সন্ধ্যা, আপনারা প্রত্যেকদিন আমার পাঠে আসবেন এবং ভগবানের কথা শুনবেন। শুনতে শুনতে যদি আমাকে আপনাদের ভাল লাগবে তাহলে আপনাদের দীক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত মনে করব।"

তারপর সাত দিন ধরে তারা ভাগবতকথা শ্রবণ কীর্ত্তন করেছেন। প্রভুপাদ তাঁদেরকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন,

"আপনাদের কি দীক্ষা নেওয়ার কথা মনে হচ্ছে - না কি বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে?"

"না, আমরা দীক্ষা নিয়ে তারপর বাড়ি বা পূর্বাশ্রমে ফিরে যাব।"

"এখন বুঝলেন কেন দীক্ষা নিতে হবে ?"

"আমরা আপনার হরিকথার মাধ্যমে কথাগুলো সব শুনে বুঝতে পারলাম যে, এই কারণে আমরা দীক্ষা নিতে চাই"

তখন প্রভুপাদ বললেন, "দীক্ষা নিয়ে আপনারা আমাকে কী দেবেন ?"

"প্রভু, আমরা তো গরিব মানুষ, বেশি টাকাপয়সা নিয়ে আসি নি। কী আর দিতে পারি আপনাকে ? যা আমার আছে—দশটাকা—সেটা দিতে পারি।"

প্রভুপাদ বললেন, "এটা হবে না।"

"বলুন কী দিতে হবে ?"

"আমার টাকার দরকার নেই।"

"আপনি কী চান ? বলুন।"

"আমি চাই এইটা : আপনাদের যে কুটির (গৃহ) আছে, সে গৃহে আমার জন্য একটা ঘর দিতে হবে। আর প্রত্যেক দিন আমি যে খাবার খাই সেটা আমাকে খেতে দিতে হবে। আমি আপনাদের বাড়ি গিয়ে থাকব আর যত দিন থাকব তত দিন আপনাদের আমাকে খেতে দিতে হবে।"

প্রভুপাদের কথা শুনে স্বামী স্ত্রী মনে মনে ভাবছেন, "এতো ভারি বিপদে পড়ে গেলাম ! প্রভুপাদ কত দারুণ বিল্ডিয়ে থাকেন আর আমাদের ক্ষুদ্র কুটিরের মধ্যে কোথায় প্রভুপাদকে থাকার জায়গা দেব ? আর প্রভুপাদকে আমরা কিই-বা খেতে দেব ?"

মুখে তাঁদের ইতস্তত দেখে প্রভুপাদ বললেন, "আপনারা একটু চিন্তা করুন তার পরে আবার আমার কাছে আসুন।"

তাহলে তাঁরা বাহিরে গিয়ে দুজনে কানাকানি করতে শুরু করলেন। একজন মহারাজ (প্রভুপাদের শিষ্য) বললেন, "কি ব্যাপার ? তোমরা কানাকানি করছ কেন ? প্রভুপাদ কি দীক্ষা দিচ্ছেন না ?"

"না... তিনি অনেক দাবি করছেন..."

"কী দাবি করছেন ?"

"তিনি বলছেন আমাদের যে ঘর আছে, সেই ঘরের মধ্যে তাঁর জন্য একটা থাকার জায়গা দিতে হবে আর তাঁকে প্রত্যেক দিন ছয়বার বা পঞ্চবার খেতে দিতে হবে... আমরা কি করে রাজি হই ? আমরা তো গরিব মানুষ। আমরা প্রভুপাদকে কি করে নিয়ে রাখব ? আর কি করে খেতে দিতে পারব ?"

"আরে বোকা ! তোমরা প্রভুপাদকে বুঝতে পারছ না !"

"তবে তিনি কি বলেছেন ?"

"তিনি যখন তোমাদের হরিনাম দীক্ষা দেবেন, তাঁর এক সেবক আছে, সে তোমাদের একটা ফটো (আলোকচিত্র) দেবে। সেই ফটোটা ঠাকুরের সিংহাসনে রেখে প্রত্যেক দিন তাঁর চরণে ফুল দিতে হবে, একটা থালা কিনে গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে প্রভুপাদের জন্য ভোগ লাগাতে হবে। আর তাঁর প্রসাদ তোমরা পাবে। তোমরা ভাবছো কি প্রভুপাদ তোমাদের বাড়ি গিয়ে বসে থাকবেন ? প্রভুপাদের বিগ্রহ (ফটো) রাখা মানে প্রভুপাদকে রাখা। গুরুদেবকে তোমাদের বাড়ীতে রাখতে হবে—তাঁর জন্যই একটা ঘর রেখে প্রত্যেক দিন তাঁকে ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পাবে। সেইটা তোমাদের খাওয়া।"

তখন তারা বুঝতে পারলেন, "এটা সত্যই হবে ! এটা তো কোন ব্যাপারই নয়। প্রভুপাদের আলোকচিত্র সিংহাসনে রাখব আর একটা নতুন থালা ও গ্লাস কিনে তুলসী পাতা দিয়ে তাঁকে জল ভোগ লাগাব আর তাঁর প্রসাদ পেতে হবে। এতো সব জানি, প্রভুপাদ পাঠেও বলেছেন। এইটা আমরা প্রথম বুঝতে পারিনি !"

"তখন তোমরা রাজি হয়ে যাও !" মহারাজ বললেন।

তখন দুজন প্রভুপাদের কাছে গিয়ে বললেন, "প্রভুপাদ, আমরা রাজি ! আমাদের কোন সমস্যা নেই। আমরা আপনার কাছে দীক্ষা নেব।"

এটা হচ্ছে প্র্যাকটিস (অনুশীলন)। আমরা যে কোন অবস্থায়ই থাকি না কেন, আমাদের প্রত্যেক দিন নিষ্ঠা সহকারে ঠাকুরের নিত্য-সেবা করতে হবে।

প্রত্যেক দিন নিত্য-সেবা করতে হবে। প্রত্যেক দিন মঙ্গলারতিতে উঠতে হবে। স্নান করে ধোয়া কাপড়-চোপড় পরে ঠাকুরকে জাগাতে হবে। ঠাকুরের আরতি করে বাল্য-ভোগ দিতে হবে, তারপর অর্চ্চন করে ঠাকুরকে ভোগ লাগাতে হবে। সকালবেলা যদি কাজে বেরিয়ে যান, তাহলে অর্চ্চন করে যে রান্না হবে সে রান্না ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পেয়ে আবার টিফিন বক্সে সেই প্রসাদ নিয়ে কাজে বেরিয়ে যেতে পারেন। যারা কাজ করেন তাদের কোন অজুহাত করা চলবে না (লোক বলেন যে, "আমরা বাহিরে কাজ করছি, এত সব কি করে হবে?")। যদি ভগবানকে আপনার স্ত্রী ভালবাসে, সে যদি আপনার জন্য রান্না করতে পারে তবে ভগবানের জন্যও রান্না করতে পারবে। ভগবানের জন্য রান্না করে সেই প্রসাদ আপনাদের পেতে হবে। আবার সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে আসলেন, আবার সন্ধ্যা আরতি করে ঠাকুরকে রাতে ভোগ লাগিয়ে দিতে হবে। এইভাবে নিয়ম করতে হবে। বিকালেও একটু বৈকালের ভোগ দিতে হবে—একটু ফল-জল, যার যেরকম জোটে সেটা দিতে পারেন। কারও আপেল জোটে, কারও শসা জোটে, কারও পেয়ারা জোটে, কারও গাছের জাম জোটে, কারও গাছের বাতাবিলেবু জোটে—যার যেরকম জুটবে, সেটা ভোগ লাগাতে পারেন। ভগবানের জন্য যে পাঁচ বা দশ প্রকার ফল দিতে হবে, এমন নিয়ম-কানন নেই :

ভক্তের জিনিষ প্রভু লুটিপুটি খায়।
অভক্তের জিনিষ প্রভু উলটি নাহি চায় ॥

— ◆ ❖ ◆ —

আনন্দদায়ক কষ্ট

গৌরকথা হৃদয়ে থাকতে হবে। গৌরকথা হৃদয়ে থাকলে কখনও গৌরকে ছাড়া ভালো লাগবে না। মনটা গৌরকে দিতে হবে। শ্রীলজগদানন্দ পণ্ডিত বলেছেন :

আনের মন রাখিতে গিয়া আপনাকে দিবে ফাঁকি।
মনের কথা জানে গোরা কেমনে হৃদয় ঢাকি ॥
(শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত, ৮/৪)

গোরা সব জানেন আপনি মনটা কাকে দিয়েছেন—আপনার মনটা গোরার দিকে আছে না অন্য দিকে আছে। গৌরাঙ্গের প্রেম কখনও না যায়—আমরা কৃষ্ণ চাই না, কৃষ্ণপ্রেম চাই। যত অসুবিধা হোক, যত ঝামেলা হোক, আমরা এখানে ধাম পরিক্রমা করতে, কিছু সুকৃতি অর্জন করতে এসেছি। আমরা বাঁদরের পায়খানা আর অন্য নোংরা জিনিস দেখতে আসি নি। খাওয়া-দাওয়া, পরা, ভালোমন্দ, অনেক কিছু কষ্ট পাচ্ছেন। আপনাদের বাড়িতে এক এক ঘরে একা থাকেন, এক এক খাটে ঘুমান আর এখানে দশটি লোক খাটে একসঙ্গে ঘুমাচ্ছেন। একটু তো কষ্ট হবে। বার বার কারেন্ট যাচ্ছে, জেনারেটর যাচ্ছে। এই সব নানারকম কষ্ট যাঁরা সহ্য করতে পারেন তাঁরা ভগবানকে পেতে পারেন।

ভগবান এইসব কষ্ট দ্বারা আমাদের পরীক্ষা করেন, "তোমায় আমি অনেক কষ্ট দেব, সেই কষ্ট তুমি সহ্য করতে পারবে তো? সেই কষ্ট তুমি সহ্য করে আমার ভক্ত-সঙ্গে পরিক্রমা করতে পারবে?"

পুরিতে দেখছেন বিরাট বিরাট বিল্ডিং, বিরাট বিরাট হোটেল আছে। কিছু হোটেলে এক রাত থাকার ৭০০ টাকা ভাড়া আর এমন

কিছু হোটেল আছেও যেখানে এক রাত ভাড়া হচ্ছে ১০০,০০০ টাকা (সেখানে সুইমিং পুল আছে, মদ পাবেন, গাঁজা পাবেন, মেয়ে পাবেন, সব কিছু পাবেন)। আমরা তো সেগুলো করতে আসিনি। আমরা সাধুসঙ্গে ধামপরিক্রমা করতে কষ্ট করতে করতে এসেছি।

সব কষ্ট সহ্য করে ধাম পরিক্রমা করতে হবে। ভগবানের কাছে আসতে হলে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। আমরা ময়লা লোক, নোংরা লোক—বাহিরে কপালে তিলক করে আছি আর গলায় মালা পরে আছি কিন্তু আমি গোপনে কি করছি?

"গোরার আমি, গোরার আমি" মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে ॥

লোক দেখান গোরা ভজা তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি ॥

(শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত, ৮/৬-৭)

আমরা সেইরকম কপটতা করি। তাঁর কাছে যাবার জন্য ভগবান আমাদের পরীক্ষা করেন—আমাদেরকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন। সেইজন্য আমাদের নিজেকে একটু ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে, তার জন্য পরীক্ষা অনেক আছে। সেই বিভিন্ন পরীক্ষায় পাস করতে হবে, বিভিন্ন নিয়মকানুন অনুসারে চলতে হবে। রাগ, দ্বেষ, হিংসা সেগুলো আমাদের মধ্যে থাকলে হবে না।

চিন্তা করতে হবে আমিও তা জীবাত্মা। আমি ঘরের মধ্যে আছি আর একটা ব্যাঙ, পোকা, সাপ প্রভৃতি কত কষ্ট করে জঙ্গলের মধ্যে জীবনযাপন করছে। গরুর মশারি নেই—আমায় একটা মশায় কামড় দিলে আমি ঘুমাতে পারি না, মশার কয়েল লাগাই আর গরুকে কত মশা কামড় দেয়। তারা কত কষ্ট করছে এই জীবন পেয়ে, আর আমরা এখন মানুষ জন্ম লাভ করে চলে এসেছি সামান্য একটু কষ্টই সহ্য করতে পারি না। সেইজন্য ভগবানকে পেতে হলে আমাদের সব কষ্ট সহ্য করতে হবে। এইটা হলে আমাদের কথা আজকে।

জীবন চলে যাচ্ছে যেকোন মুহুর্তে চলে যেতে পারি কিন্তু আমরা এই ধাম পরিক্রমা করতে এসেছি আর মনের মধ্যে যদি খারাপ চিন্তা রাখি তাহলে ধাম পরিক্রমা হবে না।

জয় শ্রীলগুরুমহারাজ কি জয়।

— ◆ ❖ ◆ —

মন, তুমি তীর্থে সদা রত।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তীয়া,
দ্বারাবতী আর আছে যত ॥

তুমি চাহ ভ্রমিবারে, এ সকল বারে বারে,
মুক্তিলাভ করিবার তরে।
সে কেবল তব ভ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে ॥

তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।
যথা সাধু, তথা তীর্থ, স্থির করি, নিজ-চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর ॥

যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ ॥

কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে, মুক্তিদাসী সেইখানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী ॥

বিনোদ কহিছে ভাই, ভ্রমিয়া কি ফল পাই,
বৈষ্ণব-সেবন মোর ব্রত ॥

(শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর, কল্যাণকল্পতরু)

বড় আশার বাধা

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

"বোবা লোকও বাচাল হতে পারে, পঙ্গুলোকও পাহাড় উলঙ্ঘন করতে পারে যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হয়।" সর্ব্বাগ্রে মদীয় গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ জগৎগুরু শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের রাতুলচরণে ষাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ পূর্ব্বক সেবামুখে তাঁহার অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা ভিক্ষা করছি। তৎপর গুরুবর্গ, গুরুভ্রাতৃমণ্ডলী, শ্রোত্রীমণ্ডলী, মাতৃমণ্ডলী, ভক্তমণ্ডলী আপনাদের শ্রীচরণে অধমের দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করছি যে এই অধমকে কৃপা করবেন।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ একটা কথা বলেছেন, সেই কথাটা সব সময় মনে রাখতে হবে। সেটা আমাদের গুরুমহারাজও বলেছিলেন, শ্রীলশ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজও বলেছিলেন। তিনি বললেন, "বৈষ্ণব হইতে মনে ছিল বড় আশা, কিন্তু 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকে পড়িলেন বাধা।" কথাটার অর্থ বুঝতে পারছেন কেউ? বৈষ্ণব হতে আমার দীর্ঘ দিন ধরে আশা ছিল কিন্তু একটা শ্লোক আছে ('তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোক), সেইটাতেই বাধা পড়ে গেলাম। বৈষ্ণব হওয়ার আগে তৃণাদপি সুনীচ হতে হবে। যদি আপনারা নিজেকে কখনও বৈষ্ণব বলেন তাহলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না।

'আমি ত' বৈষ্ণব', এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।

(কল্যাণকল্পতরু, শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

কথাগুলো মন দিয়ে শুনবেন। এগুলো খুব গভীরের কথা, অত্যন্ত আশ্চর্য কথা। এই কথাগুলো কোথাও বইতে লেখা নেই, এগুলা গুরুপাদপদ্ম-গুরুবর্গের মুখ থেকে শ্রবণ করা হয়।

"বৈষ্ণব হইতে মনে ছিল বড় আশা, কিন্তু 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকে পড়িলেন বাধা।" তৃণের মত নিচু হতে হবে, তরুর মত সহ্য করতে হবে, অপরকে সম্মান করতে হবে। প্রত্যেক দিন আমরা সকাল-সন্ধ্যা যখন পরিক্রমা করি তখনই প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যা একটা কীর্ত্তন আমরা করি—"সকলে সম্মান করিতে শকতি দেহ নাথ যথাযথ।" সকলকে সম্মান করতে হবে। হে গুরুদেব, তুমি এই শক্তি আমাকে দাও, এই বুদ্ধি আমাকে দাও যেন আমি নিজেকে একেবারে নিচু অধম মনে করে সবাইকে সম্মান করতে পারি।

শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু জগাই মধাইকে উদ্ধার করেছেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন সেবা থেকে বঞ্চিত—তারা জগাই মাধাইয়ের চাইতে অধম। "জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ, পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ!" এটা কে বলেছেন? শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। "পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ" মানে "পায়খানার পোকার চাইতে আমি নিচু"। কত তিনি নিজেকে হেয় মনে করছেন, কত নিজেকে হীন মনে করছেন!

মন দিয়ে শুনুন, এগুলো কখনও শুনেন নি। আপনারা জীবনে অনেক কথা শুনেছেন কিন্তু বৈষ্ণব হতে কী কী গুণটা দরকার, এসব কথাগুলো তো কেউ বলিবেন না। কতবার আমি ওইটা বলে দিচ্ছি :

"গোরার আমি, গোরার আমি" মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে॥

লোক দেখান গোরা ভজা তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥

(শ্রীশ্রীপ্রেমবীবর্ত্ত, ৮/৬-৭)

— ◆ ❖ ◆ —

একমাত্র দয়ার সাগর

আমাদের উৎসবের আজকে শেষ দিন। সমস্ত ভক্তগণ প্রায় চলে গিয়েছেন কিন্তু যারা রয়েছেন তারা কিছু কথা শ্রবণ করতে সুযোগ পাচ্ছেন। এই দিনটার অপেক্ষায় আমাদের আগামী বছর পর্য্যন্ত বসে থাকতে হবে, ভাবতে হবে, "এই দিনটা আবার কবে আসবে?"

আজকে উৎসবের সমাপ্তি প্রায়। আমরা কয়েকদিন ধরে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর কথা আলোচনা করেছি, তাঁর মহিমা কীর্ত্তন করেছি কিন্তু শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করা সহজ কাজ নয় তবু আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর কথা যদি আমরা শ্রবণ কীর্ত্তন করি এবং তাঁর সেবা করতে পারি তাহলে আমাদের পরমকল্যাণ বস্তু লাভ হবে। সেই কল্যাণ বস্তু লাভের জন্য অনেক লোক রাধাকৃষ্ণের চরণে সেবা করতে যান কিন্তু সেই সেবা পাওয়ার আগে নিত্যানন্দ প্রভুর সেবা করতে হবে। নিতাইচাঁদের চরণ সেবা না করিলে, নিত্যানন্দের কৃপা না পেলে আমরা কিছুই করতে পারব না।

নিত্যানন্দ প্রভু আমাদের সমস্ত বাধা-বিঘ্ন সরিয়ে দিতে পারেন। তিনি আমাদের বিষয়বাসনা ছাড়িয়ে দিতে পারেন। একমাত্র নিত্যানন্দ প্রভু আমাদের বিষয় আসক্তি ছাড়িয়ে দিতে পারেন। সেইজন্য যে দিনটাকে তিনি অবলম্বন করে আবির্ভূত হয়েছেন, সেই দিনটা আমরা প্রতি বৎসর উৎসব করি। এই দিনটাও এখানে (শ্রীচৈতন্য সরস্বাত মঠ শ্রীএকচক্রায়) আমাদের গুরু মহারাজের (ওঁ বিষ্ণুপাদ জগৎগুরু শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের) কৃপায় শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহ-রূপে প্রকটিত হয়েছেন। এত সুন্দর সেবা, এত সুন্দর বিগ্রহ কোথাও দেখা যায় না।

শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু নিজে কৃপা করে এখানে অবির্ভূত হয়েছেন। নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা যাঁরা অবলম্বন করেন তাঁর কৃপা মনে রাখতে পারেন, তাঁরা নিতাইচাঁদের সেবা করতে পারেন। নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাটা হচ্ছে এরখম—শিবানন্দ সেনকে তিনি লাথি মেরে কৃপা করেছেন, রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে তিনি মস্তকে পা তুলে দিয়ে বললেন, "তোর বন্ধন মুক্ত হয়ে গেল ! চলে যাও মহাপ্রভুর কাছে।" এই ভাবে সেই নিতাইচাঁদের কৃপা যদি লাভ করতে পারি তাহলে আমাদের আর কিছু অমঙ্গল হবে না, কোন অসুবিধা হবে না এবং আমাদের সহজেই রাধাকৃষ্ণের চরণ প্রাপ্তি হবে।

মাতল হরিজন কীর্ত্তন রঙ্গে।
পূজল রাগপথ গৌরব ভঙ্গে ॥

নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার কথা কহন না যায়। তিনি অত্যান্ত পতিত অধম জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেছেন এমনকি মাধাইকে তিনি মহাপ্রভুর চরণে এনে দিলেন। মহাপ্রভু যাঁকে অস্বীকার করেন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে কৃপা করেন সুতরং মহাপ্রভুর চেয়ে তাঁর শক্তিটা অনেক বেশী।

সেই নিত্যানন্দ প্রভুর কথা সারাপৃথিবীর লোক জানেন, 'দয়াল নিতাই' বলেন। তিনি একমাত্র দয়ার সাগর। তিনি উত্তম অধম কিছু বিচার করেন না — তাঁর চরণে আগে যে পড়ে যাবেন, তাঁকে তিনি নিস্তার করে দেবেন। সেই নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমাগুণ কীর্ত্তন আমাদের প্রত্যেক দিন অনুশীলন করতে হবে।

নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম অধিকারী।
অল্প ভাগ্যে তাহানে জানিতে নাহি পারি ॥

অলৌকিক যেবা কিছু দেখ তান।
তাহাতে আদর করিলে পাই ত্রাণ ॥

পতিতের ত্রাণ লাগি তাঁর অবতার।
তাঁহা হৈতে সর্ব জীব পাইবে উদ্ধার ॥

তাঁহার আচার বিধি নিষেধের পার।
তাঁহারে বুঝিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥

কিন্তু তিনি যে আচরণ করেছেন সে আচরণ অনুকরণ করলে হবে না।

— ◆ ❖ ◆ —

“সবার মধ্যে কিছু বিষয়-বাসনা, কিছু খারাপ আসক্তি আছে, কিন্তু আপনি এগুলা দমন করতে পারেন যদি এটার সব সময় চিন্তা করবেন :

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ’বে ॥

কবে নিত্যানন্দ মোরে করি’ দয়া।
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া ॥

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
কবে জীবে দয়া হইবে উদয়,
নিজ সুখ ভুলি’ সুদীন-হৃদয়

কবে হবে বল, সে দিন আমার।
অপরাধ ঘুচি’ শুদ্ধ নামে রুচি
কৃপা-বলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার ॥

সব সময় কাঁদতে কাঁদতে
এইগুলো চিন্তাভাবনার মধ্যে থাকতে হবে।”

হৃদয়ে নিতাইয়ের কীর্ত্তন করুন

চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে আপনারা এই খুবই মূল্যবান দুর্লভ মানব জন্ম পেয়েছেন কিন্তু এই জন্মে যদি শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর ভজনা করতে না পারেন তাহলে এই জীবন বৃথা চলে যাবে আর কোন দিন আবার এই মানব জন্ম পাবেন এবং নিতাইয়ের ভজনা করতে পারবেন কি না সন্দেহ আছে।

নিত্যানন্দ প্রভু পরম করুণাময় :

পরম করুণ পহুঁ দুই জন
নিতাই গৌরচন্দ্র।
সব অবতার- সার শিরোমণি
কেবল আনন্দ কন্দ ॥

(শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর)

সব অবতারে সার শিরোমণি হচ্ছেন নিতাই আর গৌরচাঁদের অবতার। স্বয়ং ভগবান এই কলি যুগে এসেছেন—রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহরূপে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এসেছেন। তাঁর দুই অঙ্গ হচ্ছে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য। সেই দুই অঙ্গের একই স্বরূপ স্বয়ং মহাপ্রভু। আমরা এই নিত্যানন্দ প্রভুর ভজনা করি, এই নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদেরকে কৃপা করেন। তাঁর কৃপার ফলে আমরা রাধাকৃষ্ণের চরণে স্থিতি লাভ করতে পারব।

আপনাদের কাছে আমার প্রার্থনা যে আপনারা স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুর চিন্তা করবেন। যদি তাঁর চরণের চিন্তা সহজে করতে পারেন তাহলে আপনারা পরমকল্যাণ বস্তু পাবেন এবং সেই পরমকল্যাণ বস্তু লাভের ফলে আপনারা স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করতে পারবেন।

অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা নিতাই-পদ পাসরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি' মানি।
নিতাইয়ের করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দুঃখানি ॥
নিতাইয়ের চরণ সত্য তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।

(শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর)

এই নিতাইপদ সর্বক্ষণ আশা করতে হবে, তাঁর চরণে প্রার্থনা করতে হবে, “হে নিত্যানন্দ প্রভু ! তুমি আমাকে রাধাকৃষ্ণের চরম অবস্থানে পৌঁছে দাও।” আপনাদের সেই চিন্তা দ্বারা আনুগত্যের মধ্যে থাকতে হবে। যেখানে আপনি থাকেন এসব বাড়ি গিয়ে ভুলে যাবেন না। সংসারে, মায়া কবলে পড়ে যাবেন না। আমরা প্রত্যেক দিন এই কীর্ত্তনটা করছি :

মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে, আছ মিছে কাজ ল'য়ে।
এখনও চেতন পেয়ে, রাধামাধব-নাম বল রে ॥
গৃহে থাক, বনে থাক সদা 'হরি' বলে ডাক।

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

যখন “দয়াল নিতাই, দয়াল নিতাই” বলে ডাকবেন তখন দেখবেন আপনাদের সব কিছু সহজেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু ছেলেবেলায় মাত্র বারো বৎসর পর্যন্ত এখানে (একচক্রাধামে) ছিলেন আর তিনি বিভিন্ন অলৌকিক লীলা এখানে করেছেন। তাঁর লীলাগুলো ঐরকম ছিল যে তিনি কোন রাগ করতেন না—তিনি শুধু ইচ্ছা মত চলতেন। তাঁর আচরণ, ভ্রমণ, যার সঙ্গ তিনি করতেন, তিনি কিছুই মনে করতেন না। স্বয়ং শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন :

মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে ॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত, ২/৮/১৫)

“যদি নিত্যানন্দ প্রভু মুসলমান মেয়ে ধরে নিয়ে আসেন তবুও ব্রহ্মা তাঁকে বন্দনা করেন।”

আমরা এখন এই নিত্যানন্দ প্রভুর ধামে উপস্থিত হয়েছি। তাঁর আবির্ভাবস্থলী, লীলা স্থানের আমরা যদি একটু ধূলিকণা মাথায় নিয়ে যেতে পারি তাহলে আমাদের পরম প্রাপ্তি হবে, পরমকল্যাণ বস্তু লাভ হবে। এখানে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন, এখানেও তিনি বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতেন। সেই জায়গায় আমরা এসে পৌঁছেছি।

আপনাদের কাছে এই আমাদের প্রার্থনা যে, আপনারা সব সময় এই উৎসবের কথা মনে রাখিবেন। নিত্যানন্দের কৃপা যদি লাভ করতে চান তাহলে সরল ভাবে নিত্যানন্দের সেবা করতে হবে। নিত্যানন্দ হচ্ছেন অভিন্ন গুরুতত্ত্ব, অর্থাৎ গুরুতত্ত্ব হচ্ছেন নিত্যানন্দ প্রভু—সেইজন্য গুরুর কাছে আশ্রয় লইতে হয়। “আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যাজে, আর সব মরে অকারণ” (শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর)। গুরুর কাছে আশ্রয় লইয়া ভজনা করতে হবে। এই জগতে সন্তাপ-হরণকারী গুরুর সংখ্যা খুবই কম কিন্তু বিত্ত-হরণকারী গুরুর (যে আপনাদের বিত্ত হরণ করে নেবেন) সংখ্যা অনেক বেশি।

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সেই আমার প্রাণ রে॥

নিত্যানন্দ প্রভু বলেন যে গৌরাঙ্গের ভজনা করতে হবে। আপনারা যদি তাঁর সেবা নিষ্কপট ও নিষ্কাম ভাবে করতে পারেন তাহলে আপনাদের সব কিছু প্রাপ্তি হয়ে যাবে। আর কত দিন এই জগতে থাকবেন? যত দিন থাকিবেন তত দিন শুধু কৃষ্ণনাম করে যাবেন। “জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবা— ইহা বহি সনাতন নাহি আর ধর্ম্ম।” জীবকে দয়া করতে হবে, নামে রুচি আসতে হবে, বৈষ্ণব সেবা করতে হবে। কীর্ত্তন করলেই সব পাওয়া যায়।

নিতাই-পদকমল কোটীচন্দ্র-সুশীতল
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।

সূর্য যখন আলো দেয় তখন গরম লাগে, তাই না ? কিন্তু চন্দ্র আলো যখন দেয় তার আলোর কিরণ ঠাণ্ডা। নিত্যানন্দের চরণ কিসের মত ? "কোটীচন্দ্র সুশীতল।" অর্থাৎ কোটী চন্দ্রের ন্যায় ঠাণ্ডা—তাঁর চরণের ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।

নিতাই-পদকমল কোটীচন্দ্র-সুশীতল
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায় ॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার
সেই পশু বড় দুরাচার।

যার নিত্যানন্দের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় নি, অর্থাৎ যার গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ হয় নি, তিনি পশু বড় দুরাচার।

নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার।

কেউ বিরাট বিদ্বান হতে পারেন কিন্তু তিনি যদি নিতাইয়ের ভজনা করেননি তাহলে "নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে বিদ্যাকুলে কি করিবে তার।"

অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা নিতাই-পদ পাসরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি' মানি।

নিতাইপদ চিন্তা করা বাদ দিয়া অন্য কিছু কাজ করলে কী হবে ? এসব অহঙ্কারের খেলা—ধনের অহঙ্কার, বিদ্যার অহঙ্কার, জ্ঞানের অহঙ্কার, রূপের অহঙ্কার—এসব করলে কী হবে ? যাঁরা এসব অহঙ্কার করেন, তাঁরা নিতাইপদ ভুলে যান ("অসত্যেরে সত্য করি' মানি")।

নিতাইয়ের করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দুঃখানি ॥
নিতাইয়ের চরণ সত্য তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।

এই নিতাইয়ের চরণ সব সময় চিন্তা করতে হয়। এসব কীর্ত্তনগুলা করতে হবে— সেবা করতে করতে হৃদয়ে কীর্ত্তন করতে হবে।

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥
অধম পতিত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া।
হরিনাম মহামন্ত্র দেন বিলাইয়া॥
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি'।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥

তিনি দৈন্যতা করে বললেন, "আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি! আপনারা গৌরাঙ্গের ভজনা করুন।" আর আমরা বলি আপনারা নিত্যানন্দের ভজনা করুন— গুরুদেবের ভজনা করুন, গুরুর কথা বলার চেষ্টা করুন।

গুরুমহারাজের (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব-গোস্বামী মহারাজ) যখন হসপিটালে অপারেশন হল আর তাঁকে রুম থেকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হল, তখন তিনি কীর্ত্তন করছিলেন :

নিতাই-পদকমল কোটীচন্দ্র-সুশীতল
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায়॥

আপনারা এখানে এসে আবার সংসারের মধ্যে চলে যাবেন কিন্তু যদি সংসারের মধ্যে থেকেও আপনারা হরিভজন করতে পারেন তাহলে আপনাদের পরমকল্যাণ লাভ হবে। আর যাঁরা মঠমন্দিরে থাকতে চান তাঁদেরও সুযোগসুবিধা আছে।

এই ভাবে চিন্তা করলে বুঝিতে পারবেন যে, এই নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ বিনা আর কিছু নাই।

নিতাইয়ের চরণে চরম প্রাপ্তি

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন,

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয় ॥

(চৈঃ চঃ, ১/৫/২০৫-২০৬)

এমন পতিতকে উদ্ধার করবার জন্য এই নিত্যানন্দ বিনা জগতে মাঝারে আর কে আছে? বলুন। এটা একমাত্র নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় সম্ভব। নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাটা অবলম্বন করে (তাঁর চরণ বন্দনা করে) যদি আমরা হরিভজন করতে পারি তাহলে আমাদের পরমকল্যাণ বস্তু লাভ হয়ে যাবে। নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা বিনা আমরা রাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মের চিন্তা করতেই পারি না—শ্রীমতী রাধারাণীর চরণে আমরা প্রাপ্ত হতে পারব না।

আমরা গুরুতত্ত্ব চাই—নিতাই বাদ দিয়ে গৌরাঙ্গ ভজলে বা গৌর বাদ দিয়ে নিতাই ভজলে হবে না। "যে গুরু বাদ দিয়ে গৌরাঙ্গ ভজে সেই পাপী রৌরবে পড়ে মজে।" গুরু বাদ দিয়ে গৌরাঙ্গ ভজনা করলে হবে না—গুরুর ভজনা করতে হবে।

তাহলে, আপনারা সব সময় সেই গুরুদেবের চরণ-বন্দন করবেন। গুরুর আশ্রয় নিয়ে তাঁর চরণে প্রার্থনা ও তাঁর কথামত ভজন করতে হবে। তিনি আমাদের মঙ্গল বুঝেন।"কিসে ভাল হয় কভু না বুঝিনু" : আমার কিসের মঙ্গল হবে সেটা আমি বুঝতে পারি না, সেটা আমার গুরুদেব বুঝতে পারেন। সেইজন্য গুরুকে বাদ দিয়ে

কিছু হয় না। গুরুদেব সব সময় আপনার মঙ্গল চিন্তা করবেন, “কি করে আপনি যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবেন?” যাঁরা সেই চিন্তা করেন তাঁরাই সত্যিকারের গুরু। সেই গুরু গুরু নন যে আপনাকে মৃত্যুরূপ সংসার থেকে উদ্ধার করতে না পারেন, সেই গুরু কখনও গুরু হতে পারেন না।

আমাদের চিন্তাধারার মূলই হচ্ছে নিত্যানন্দ প্রভু। তাঁকে কে বুঝতে পেরেছে? তাঁকে কে জানতে পেরেছে? নিত্যানন্দ যাঁকে কৃপা করেছেন, তিনি একমাত্র নিত্যানন্দকে জানতে পারবেন। সেই নিত্যানন্দ বিনা এই সংসারে আর কেউ নেই। “দয়াল নিতাই চৈতন্য ব'লে নাচ্ রে আমার মন।” কৃষ্ণনাম করলে অপরাধ হয় কিন্তু নিতাই চৈতন্যের নাম করলে অপরাধই হয় না—“অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেম ধন!”

দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচ্ রে আমার মন।
(গৌর-কৃপা হলে হে)
শেষে বৃন্দাবনে রাধাশ্যামের পাবে দরশন॥

— ◆ ❖ ◆ —

আমার প্রার্থনা

এই কলিযুগে মহাপ্রভু এসে বলেছেন :

জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে ॥

"জীব আর ঘুমিও না ! উঠে পড় ! কৃষ্ণ ভজ ! তোমাকে আমার কাছে যেতে হবে : তুমি আমার কাছ থেকে চলে গিয়েছ, এখন তোমাকে আবার আমার কাছে আসতে হবে।"

তাহলে কি করে আসতে হবে ?

"শাস্ত্রে বলেছি : আমাকে ভজন করলে তুমি আমার লোক প্রাপ্ত হবে। তুমি শিবের পূজা করলে শিবলোকে যাবে, মনুষ্যের সেবা করলে মনুষ্যলোকে যাবে, জীবের সেবা করলে জীবলোকে যাবে কিন্তু তুমি ভগবানের সেবা করলে ভগবত-লোকে—যেখানে আমার গুণকীর্ত্তন হয়, আমার নিত্যসেবা হয়—সেই নিত্যধামে প্রবেশ করতে পারবে।"

ভগবানের সেবা করতে হবে। ভগবানের সেবা বাদ দিয়ে আপনি কিছুই পাবেন না। সেইজন্য, কৃষ্ণ নিজে এই জগতে এসেছেন—রাধা-কৃষ্ণ মিলিত বিগ্রহ গৌরাঙ্গের রূপে জগতে এসে বলেছেন, "তুমি আর ঘুমিও না, তোমার ঠিকানা, তোমার বাড়ি তুমি হারিয়ে ফেলেছ। তোমার ঠিকানা এটা নয় ! তোমাকে আমার কাছে যেতে হবে।" আমরা ভগবানকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আর ভগবান আমাদের মত পতিত সন্তানকেও খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাঁর কাছেই যেতে হবে। তাঁর কাছে না গেলে আমরা কোন দিনই ভগবানকে লাভ করতে পারব না।

সেইজন্য সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের স্থানে ভাগবত শ্রবণ করতে হবে, সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কথা শুনে চলতে হবে। সাধু জগতে অনেক

পাওয়া যায় কিন্তু সত্যিকারের যাঁরা সাধু তাঁদের কাছে যেতে হবে। শাস্ত্র-গ্রন্থে যে সাধুদের লক্ষণ বলা আছে সেগুলোর অনুসারে আপনারা বলতে পারবেন কে সত্যিকারের সাধু হয়।

"বৈষ্ণব হইতে মনে ছিল বড় আশা, কিন্তু 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকে পড়িলেন বাধা"। বৈষ্ণব হতে আমার খুব আশা ছিল কিন্তু "তৃণের মত নিচু, তরুর মত সহ্য, অপরকে সম্মান করা" এটা আমি করতে পারলাম না।

তৃণাধিক হীন দীন অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি অহঙ্কার ॥

বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন।
প্রতিহিংসা ত্যজি অন্যে করবি পালন ॥

অপরকে প্রতিহিংসা করলে হবে না। যদি কেউ আপনার প্রতি হিংসা করছে আপনার কাউকেই প্রতিহিংসা করলে হবে না।

জীবন-নির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে।
পর-উপকারে নিজ-সুখ পাসরিবে ॥

পরের উপকারের জন্য নিজের সুখটাকে বিলিয়ে দিতে হবে। তৃণের মত নিচু হতে হবে, তরুর মত সহ্য করতে হবে, অপরকে সম্মান করতে হবে। এইটা না করলে কিছু পাওয়া যাবে না। এইটা না করলে আমরা কোন দিন ভগবানকে লাভ করতে পারব না।

এইটা সব সময় আমাদের বুঝতে হবে, আমাদের জানতে হবে, আমাদের লোককে বোঝাতে হবে—লোকটাকেও বুঝতে হবে, লোকটাকেও এটা জানতে হবে।

তৃণাধিক হীন দীন অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি অহঙ্কার ॥
বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন।

প্রতিহিংসা ত্যজি অন্যে করবি পালন ॥
জীবন-নির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে।
পর-উপকারে নিজ-সুখ পাসরিবে ॥
(শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

তাহলে আপনাদের কাছে আমার প্রার্থনা এই যে, আপনারা সব সময় কৃষ্ণনাম করবেন, ভগবানকে মনে রাখবেন, ভগবানকে ভোগ দিয়ে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করবেন আর সদ্‌গুরুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করবেন। হরিভজন না করলে কোন দিনও আত্ম রেহাই পাবেন না। বারবার এই জগতে আসতে হবে :

ভবে কয় বার এলি কয় বার গেলি
তবু তত্ত্ব না শিখিলি।
নিজের মাথা নিজে খাইলি
এ দোষ দিবি কারে ভাই ?

দোষটা আমার, আপনার নিজের,—নিজেই নিজের বন্ধু নিজেই নিজের শত্রু। নিজের জন্য নিজেই যদি উপকার করতে না পারি, আমি পরের উপকার করতে পারব না। এইটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবা।
ইহা বহি সনাতন নাহি আর ধর্ম্ম ॥

এটা ছাড়া আর কোন ধর্ম্ম নয়। জীবকে দয়া করতে হবে। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবকে এই পথে নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমাদের পরমকল্যাণ লাভ হবে, পরমবস্তু লাভ হবে ; আমরা পরম জিনিস লাভ করতে পারব।

আমরা এসেছি শুধু হরিনাম করতে নয়—হরিনাম করাতে এসেছি। আমরা গান গাইতে আসিনি, আমরা পালা কীর্ত্তন, লীলা কীর্ত্তন করতে আসিনি—আপনাদের *হরিনাম করাতে* এসেছি। আপনাদের মধ্যে যদি একজনও লোক মঠে গিয়ে হরিভজন করবেন

বা মঠে থাকবেন, সেইটা আমাদের সফলতা। মঠের থাকা বড় ভাগ্যের কথা। মঠে থেকে ভগবানের সেবা করা বা আশ্রমে থেকে ভগবানের সেবা করা— সেটা বহু ভাগ্যের কথা।

সেইভাবে, আপনারা সবাই হরিনাম করবেন, আপনারা সবাই মঠে যাবেন, সব সময় হরিভজন করবেন তাহলে আমিও অত্যন্ত শান্তি পাব। আমি খুশি হব কি করে? আমাকে ভাল খাওয়া দিলে এটা দ্বারা আমি খুশি নই। যদি আপনারা হরিনাম করেন, ভগবানের নাম করেন, গুরুদেবের কথা প্রচার করেন, তাহলে আমি তার চাইতে অনেক বেশি খুশি হব। কোটি টাকা দিলেও আপনি আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন না। কিন্তু আপনি আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন কী করে জেনে রাখুন। যদি আপনি নিয়মিত নিষ্ঠাসহকারে ভগবানের সেবা করেন তাহলেই আমি সন্তুষ্ট হব।

বৈষ্ণব, গঙ্গাজল, তুলসী আর ভগবানের বিগ্রহ—এই চারটা আপনারা সব সময় মনে রাখবেন। তার মধ্যে গঙ্গাজল, তুলসী আর বৈষ্ণব সব সময় প্রতিষ্ঠিত। গঙ্গাজল দেখলেও জল মাথায় নিয়ে প্রণাম করবেন, তুলসী রাস্তায় দেখলেও প্রণাম করতে হবে, তিনি প্রতিষ্ঠিত, আর বৈষ্ণব দেখলেও প্রণাম করতে হবে। ভগবানের বিগ্রহ দেখলেও প্রণাম করতে হবে। এটা আপনারা মনে রাখবেন সব সময়। তুলসীগাছ কখনও প্রতিষ্ঠা করতে হয় না আর বৈষ্ণবগণকে কখনও প্রতিষ্ঠা করতে হয় না : গুরুদেব, গুরুবর্গগণ যাঁকে সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন, তাঁর জন্য আর কোন সার্টিফিকেটর প্রয়োজন হয় না। তাহলে, সেই সার্টিফিকেট শুনে আপনারা যদি সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে গুরুপাদপদ্মের সেবা করতে পারেন তাহলে আমি অত্যন্ত খুশি হব।

জয় শ্রীল গুরুমহারাজ কি জয়।

— ◆ ❖ ◆ —

পরিশিষ্ট

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ

- শ্রীউপদেশ (১, ২, ৩, ৪)
- শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মুক্তা-মালা
- শ্রীপুরীধাম-মাহাত্ম্য-মুক্তা-মালা

শ্রীল ভক্তি সুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী :

- শ্রীভক্তিকল্পবৃক্ষ
- প্রকৃত উৎসের সন্ধানে
- রচনামৃত
- পরমানন্দময় ধামের ধন
- শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহিমামৃত

শ্রীল ভক্তি রক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী :

- শ্রীভক্তিরক্ষক হরিকথামৃত
- শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী
- শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা
- শ্রীশিক্ষাষ্টক
- প্রেমময় অন্বেষণ
- অভিনব পুরটসুন্দর ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের বহিঃগর্ভ বিপ্রলম্ভ লীলার সমাহার
- শাশ্বত সুখনিকেতন
- সুবর্ণ সোপান
- শ্রীশ্রীপ্রপন্ন-জীবনামৃতম্
- শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর :

- শরণাগতি
- কল্যাণকল্পতরু
- শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
- পরমার্থ-ধর্ম্মনির্ণয়
- শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ

বিবিধ

- শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
- শ্রীগৌড়ীয়-গিতাঞ্জলি
- শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত
- শ্রীনাম-ভজন বিচার ও প্রণালি
- শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
- শুদ্ধভক্তি সাধন সম্পদ
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
- শ্রীহরিনাম মাহাত্ম্য ও নামাপরাধ
- শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ
- শ্রীগর্গ-সংহিতা

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের কেন্দ্রসমূহ

ভারত

আন্তর্জাতিক কার্য্যালয়
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ রোড,
কোলেরগঞ্জ, পোষ্ট অফিস ঃ নবদ্বীপ
জেলা - নদীয়া, পশ্চিবঙ্গ, পিন - ৭৪১৩০২,
ভারত, ফোন : ০৯১ ৯৬০৯৩০২৩১০

নৃসিংহপল্লী
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
নৃসিংহপল্লী (দেবপল্লী), স্বুবর্ণবিহার,
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং ৭৪১৩১৫
ফোন : ৯৬০৯৩০২৩১০

কলকাতা
শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৮৭, দম দম পার্ক (বিপরীত ট্যাঙ্ক ৩),
কলকাতা, পিন - ৭০০০৫৫, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৯৬০৯৩০২৩১০

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালি, চিড়িয়ামোড়,
পোষ্ট - এয়ারপোর্ট, কলকাতা,
পিন - ৭০০০৫২, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

হাপানিয়া
শ্রীচৈতন্য সারস্বত আশ্রম
পোষ্ট এবং গ্রাম - হাপানিয়া
জেলা - বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : ৮৯৬৭৭১৯১৫৮

বামুনপাড়া
শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবা আশ্রম
গ্রাম - বামুনপাড়া, পোষ্ট - খানপুর
জেলা - বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

পুরী
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
বিধবা আশ্রম রোড, গৌড় বাটসাহি
পুরী, পিন - ৭৫২০০১, ওড়িষ্যা, ভারত
ফোন : ৯৯৩৭৪৭৯০৭০, ৯১২৪৪৩৫৪৭৪

গোবর্দ্ধন
শ্রীলা শ্রীধর স্বামী সেবা আশ্রম
দশবিসা, পোষ্ট - গোবর্দ্ধন
জেলা - মথুরা, পিন - ২৮১৫০২
উত্তর প্রদেশ, ভারত
ফোন : ৮৬৩০৭৪৩০৬৩

বৃন্দাবন
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ ও মিশন
১১৩ সেবা কুঞ্জ, বৃন্দাবন, জেলা - মথুরা,
পিন - ২৮১১২১, উত্তর প্রদেশ, ভারত,
ফোন : ৮২১৮৩৯৯৩০৯

শিলিগুড়ি
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
হায়দার পাড়া, নিউ পাল পাড়া,
১৫৫, নেতাজী সরনি, শিলিগুড়ি,
পিন - ৭৩৪০০৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : ৭৬৭৯৬৫২৩৩৪

একচক্রা ধাম
শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
গর্ভাবাস (একচক্রা ধাম),
পোষ্ট অফিস - বীরচন্দ্রপুর,
জেলা - বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩১২৪৫
ফোন : ৯৬০৯৩০২৩১০

নিউ দিল্লি
শ্রীলা শ্রীধর গোবিন্দ সুন্দর ভক্তি যোগা
কালচারাল সেন্টার, ফ্ল্যাট - ৬ (টপ ফ্লোর),
হাউস ২৩৯৪, তিলক স্ট্রীট, (ইম্পেরিয়াল
সিনেমার পিছনে), চৌনা মাণ্ডি, পাহারগঞ্জ,
নিউ দিল্লি - ১১০০৫৫
মোবাইল : ৯১ ৯৮১০৩০৯৫১১

তারকেশ্বর
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
ভঞ্জিপুর, তারকেশ্বর, হুগলী
ফোন : ৭৪৭৭৮৮১৯২৬, ৯৭৩৫৯৮৫৪১৬

গঙ্গা-সাগর
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - চকফুলডুবি, পোঃ - সাগর,
জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৯৭৭৫৩৮৪৬২৩

উলুবেড়িয়া
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
কাজিয়াখালি, ৭১১৩১৫
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন ০৯১ ৯৬০৯৩০২৩১০

মহিলা আশ্রম কালনায়
শ্রীশ্রীধরস্বামী ভক্তিযোগ কালচারাল সেন্টার
গ্রাম - শাশপুর, পোঃ - কালনা,
জেলা - বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৮৩৪৮৯৪৯৩৬০

নাদনঘাট
শ্রীচৈতন্য সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও পোঃ - নাদনঘাট,
জেলা - বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

মেদিনীপুর
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - জানাপাড়া, পোঃ - মেদিনীপুর,
জেলা - মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৯৯৩৩৫৬৫৩০৫

মুর্শিদাবাদ
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - মাহাদিয়া, পোঃ - কান্দী,
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৯০০২২১০২৪২

ইসলামপুর
শ্রীচৈতন্য সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও পোঃ - ইসলামপুর,
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

দিনহাটা
শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
গ্রাম ও পোঃ - দিনহাটা
জেলা - কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ

বেতুড়
শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
বেতুড়, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া,
পশ্চিমবঙ্গ, ফোন : ৯৯৩৩১৪৪৬০৯৬

নৈহাটী
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
নৈহাটী, জেলা - উঃ ২৪ পরগণা,
পশ্চিমবঙ্গ

পূর্ব বর্ধমান
শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও সদাশিব আশ্রম
রতনদিঘি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান,
পশ্চিমবঙ্গ, ফোন : ৯৭৩৪৩২৮৯৬০

পঞ্চপল্লী
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
পঞ্চপল্লী, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৯১৪৪১৭৪৩৭৬

কাটোয়া
শ্রীচৈতন্য সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও পোঃ - মেজিয়ারী, থানা - কাটোয়া
জেলা - পূর্ব বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

নোর্থ আমেরিকা

ইউ.এস.এ

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সেবা আশ্রম
২৯০০ নর্থ রেডিও গালর্চ রোড
সোকোয়েট, সিএ ৯৫০৭৩, ইউ.এস.এ
ফোন : (৮৩১) ৪৬২-৪৭১২
http://sevaashram.com

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সেবা আশ্রম
২৬৯ই, সৈনত জেমস স্ট্রীট
সান হোসে, সিএ ৯৫১১২, ইউ.এস.এ
ফোন : ৬০৫ ৫৫০৮৫৭৩

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মিশন
৭৪৫ সাউথ ৭০০ ইষ্ট সল্ট লেক সিটি,
উটাহ্, ৮৪১০২

হাওয়াই

শ্রী চৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ মিশন
১৬২৫১ হালিয়াখালা হাইওয়ে, কুলা,
মাউই, হাওয়াই ৯৬৭৯০, ইউএসএ,
ফোন : ৮০৮৮৭৬৬৭২১

কানাডা

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর আশ্রম
২৯ ৯৯৫৫ ১৪০ স্ট্রীট,
স্যুরে, ভি ৩ টি, ৪ এম ৪, কানাডা
ফোন : ৬০৪৯৬৩০২৮০

মেক্সিকো

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
কলে ৬৯-বি, নং ৫৩৭, ফরাসিসি, সানতা
ইসাবেল, কানাসিন, ইউকাটন সি.ডি.
৯৭৩৭০, মেক্সিকো
ফোন : (৫২-৯৯৯) ৯৮২-৮৪৪৪

শ্রীচৈতন্য সরস্বতী শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
রিফরমা নং. ৮৬৪, সেক্টর হিডালগো
গুয়াডালাহারা, জালিসকো, সি.ডি.
৪৪২৮০, মেক্সিকো,ফোন : ৫২-৩৩
৩৮২৬-৯৬১৩

শ্রীচৈতন্য সরস্বতী শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
দিয়েগো দে মনটেমায়োর ৬২৯,
সেনট্রো, মনট্রেরারী, এন. এল.
সি. পি. ৬৪৭২০,
ফোন : ৫২-৮১ ৮০৫৭-১০৯৭

শ্রীচৈতন্য সরস্বতী শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
এভিনিডা দে লাস রোসাস ৯
ফ্রাকিওনামাইএনটো ডেল প্যারাডো
তাইওয়ানা, বি.সি., সি.পি. ২২৪৪০
ফোন : (৫২৬৬৪) ৬০৮-৯১৫৪

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ দি ভেরাক্রুজ,
এ.আর., জুয়ান দে দিওস পিজা ১৫৭
(এন্টার ইগনাসিও দি লা লিয়াভে
নিগারেট) ভেরাক্রুজ, ভেরাক্রুজ, সি.পি.
৯১৭০০
ফোন : (৫২-২২৯) ৯৫৫ ০৯৪১

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
কোলোন পয়েন্ট ২১৩ - ইনট্রেরি ৭
কোল. সেনট্রো. সি.পি. ০৯৪৩০০,
ওরিজাবা, ভার., মেক্সিকো,
ফোন : (৫২-২৭২) ৭২৫-৬৮২৮

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
ফেমানডো ভিলালপ্যানডো নং. ১০০
- ইনটি. ১০৩ কোল. গুয়াডলুপে ইন.
ডেলিগাসিওন এ্যালভারো ওবারেগন,
সি.পি. ০১০২০ মেক্সিকো সিটি,
ফোন : (৫২-৫৫) ৫০৯৭-০৫৩৩

শ্রীচৈতন্য সরস্বতী শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
কলে জেড ইডিএফ. ৪০ আইএনটি ২২
কল. ইউ এইচ আলিয়ানজা
পপুলার রিভোলিউসাইওনারিয়া,
ডেলিগাসিওন কোয়াওকন, সি.পি.
০৪৮০০ মেক্সিকো সিটি,
ফোন : (৫২-৫৫) ৫৬৭৭ ৮৩১৫

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
জোয়াকুইন রিভাডেনিয়ারা নং. ৫০
কল. জারডিনেস দে গুয়াডলুপে
মোরেলিয়া, মিচ., সি.পি. ৫৮১৪০
ফোন : (৫২-৪৪৩) ২৭৫-২৮৭৫

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
ক্যারিটেরা টাইকুল - ছাপাব, কিলোমিটার
১.৪, টাইকুল, ইউকাটন, মেক্সিকো

সাউথ আমেরিকা

ব্রাজিল
শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবা আশ্রম
কৃষ্ণ শক্তি আশ্রম, পি.ও. বক্স ৩৮৬
ক্যাম্পাস ডু জোরডাও, সাও পৌলো,
ব্রাজিল, ফোন : ০১২ ৩৬৬৩ ৩১৬৮
http://ashram.com.br

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর আসন
এবং কেসা প্রেমা (রেস্টুরেন্ট)
এ্যাভেনিডা ইউসেবিও মাটোসো, ২৪৬
পিনহেয়িরোজ, সাও পাউলো - এস পি
সেপ: ০৫৪২৩-০১০
ফোন: (১১) ৩৮১৫-১৪৪৮
http://casaprema.com

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ পোরটো এলিগ্রি
ইস্টাডা ছাপজু ডু সোল, ৬২০
পোরটো এলিগ্রি - সাউথ ব্রাজিল
ফোন : (৫১) ৩২৬৮-১৩৮৩ এবং
(৫১) ৩২২২-৫৪১৭

ভেনেজুয়েলা
শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবা আশ্রম,
আবেনিদা টুয় কন আবেনিদা ছামা, ক্বিন্তা
পরমকরুণা, কারাকাস, ভেনিজুয়েলা
ফোন : ৫৮২১২৭৫৪১২৫৭

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, কল্লে ৭৭ এন্ত্রে
আবেনিদাস ১০ ও ১১, ফ্রেন্তে অ
এনেলবেন
ফোন : ৫৮২৬১৭৯৭৩০৮৯

পার্সেলামেন্ত মিরান্দ সেক্টর দে, কাল্লে
তেহেরো কন গ্বন্ত, কুমানা, এস্তাদো স্থক্রে,
ফোন: ৫৮০৪১৪৭৭৭৫৯৩৮
ইকোয়াডর

শ্রীলশ্রীধর স্বামী সেবা, আবেন্যু জেনেরেল
রুমিনাহুই, কাল্লে এ৭আ, ন৯-২৩৬,
আর্মেনিয়া, কোনোকোতো, ১৭০৮০১,
কুইটো, ইকোয়াডর
ফোন : ৫৯৩ ০২২৩৪২৪৭১

কলোম্বিয়া
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, বোগোটা, কার্রেরা
৭৪আ, নঃ৪৯আ-৭১, ১১০৯১১
ফোন : ০১১ ৫৭ ১ ৩২৭ ৪৩২ ০৮১৩

শ্রীশ্রীল গোবিন্দ সেবা আশ্রম, কেএম ৪,
পাইপা বিয়, পান্তানো দে বারগাস, পিন-
১৫০৪৪০-১৫০৪৪৯,
ফোন : ০১১ ৫৭ ৭ ৩১৩ ২২৭ ১১১৯

ইউরোপ

ইংল্যাণ্ড
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
৪৬৬ গ্রীণ স্ট্রীট
লণ্ডন ই১৩ ৯০বি, ইউ.কে.
ফোন : (০২০৮) ৫৫২-৩৫৫১
http://scsmathlondon.org

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
ভক্তি যোগ ইনস্টিটিউট,
গ্রেভিলে হাউস, হাজেলমেরে ক্লোজ
ফেলথাম, মিডিলসেক্স, টি ডব্লউ ১৪ ৯পি
এক্স, ইউ.কে., ফোন : ৪৪ ২০৮৮৯০৯৫২৫
http://bhaktiyogainstitute.com

আয়ারল্যাণ্ড
শ্রীচৈতন্য সারস্বত সঙ্ঘ
এ্যাটেন: বরিয়ান টাইমোনি
(বালিনামোর কো. লেইট্রিম)
ফোন : ০৭১ ৯৬৪৫৬৬১

১৪, পার্কসাইড, ওয়েক্সফোর্ড টাউন,
কান্ট্রি ওয়েক্সফোআয়ারল্যাণ্ড
ফোন : ০৮৬ ২৬২৬ ৪৭৫

ইটালি
ভিলা গোবিন্দ আশ্রম
ভায়া রিগোনদিনো, ৫,২৩৮৮৭ ওলজিয়েট
মোল (এল সি) ফ্রাজ, রিগোনডিনো
রোসো, ইটালে, ফোন : ৩৯ ০৩৯
৯২৭৪৪৪৫
http://villagovinda.org

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ রোম
ভেদাভিলা যোগা স্টুডিও, ভায়া দি সন
মাইচেলে, ১২০০০১৫৩ রোমা, ইটালে
ফোন : ৩৯ ০৬ ৬৯৩৭১৫৫৬

মালটা
দি লোটাস রোম যোগা সেন্টার মঠ
ফোন : [+৩৫৬] ৯৯৮৬ ৭০১৫

নেদারল্যাণ্ডস

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর আশ্রম
এ্যাজোরেনওয়েগ ৮০
১৩৩৯ ভি পি আলমেরে, ন্যাদারল্যান্ডস
ফোন : ০৩৬ ৫৩ ২৮১৫০

হাঙ্গেরি

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
এ্যানড্রাস নোভাক নাগিভানওয়ায়ি ইউ টি
৫২, এইচ-১০২৫ বুডাপেস্ট
হাঙ্গেরি, ফোন : (৩৬১) ৩৯৮০২৯৫

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সেবা আশ্রম
ইন্ডোর সেজাপেসি—আনন্দ বর্দ্ধন ডি.
এইচ-১২২৩ বুডাপেস্ট
মুভেলোডস উটকা ১৮/বি, হাঙ্গেরি

টুরকে

শ্রী গোবিন্দ মঠ যোগা সেন্টার
আবদুল্লা কেভডেট সোকক
নং ৩৩/৮, কানকেয়া ০৬৬৯০
আনকারা, টুরকে
ফোন : ০৯০ ৩১২ ৪৪১৫৮৫৭ এবং
০৯০ ৩১২ ৪৪০ ৮৮ ৮২

উকরাইন

কাইভ. হারমাতনয়া স্ট্রীট, ২৬/২,
"রোস্টক" প্লেস অফ কালচার
ফোন : +৩৮ (০৪৪) ৪৯৬-১৮-৯১
+৩৮ (০৬৭) ৪৬৪-১৮-৯৪

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সেবা আশ্রম
১১/৪, পানফিলোসেভ স্ট্রীট
জাপোরোজিয়া, ৬৯০০০, উকরাইন
ফোন : (০৬১২) ৩৩-৪২-১৪

পর্তুগাল

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, রুঅ দো
সোব্রেইরো ৫, চিদ্রেইরো ৫, চিদ্রেইরো,
৩০২০-১৪৩,কোইম্ব্র

রাশিয়া

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কাল্চারেল সেন্টার
মস্কো, বলশয় কিসেল্নিয় টুপিক ৭/২
ফোন : +৭৪৯৫৬২৮৮৮৫

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
সেন্টপিটার্সবার্গ, লাহ্টা
ফোন : +৭(৮১২) ৪৯৮২৫৫৫
তোমস্ক, াকাদেম্গোরোদোক, বাবিলোবা
স্ট্রিট ১৬-৯০, ফোন : ৭ ৯১৩ ১০৫ ৯৯ ৮১

আবখাজিয়া

শেলো দ্জীঘুটা, ২য় আপ্সিলিস্কিয় টুপিক ১৫
ফোন : ৭ ৯৪০ ৭১২ ৫৮৪৮,
৭ ৯৪০ ৭ ৭০৬ ১০৮

এশিয়া

থাইল্যান্ড

শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ আশ্রম
৭৯/২৩ মোওবান ওরাবোডিন
এসওআই ওয়াটসাডেট
পাটুমাথানি-রংসিট রোড, পাটুমাথানি,
ব্যাংকক, থাইল্যান্ড
ফোন : +৬৬ ৮১৯ ০৯৫ ৯১৭

মালেয়েশিয়া

শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবা
আশ্রম, সাইটিয়ান
ফোন : ০১৭-৫৮৬২৮১৭ / ০১২-
৫০১২৮০৪

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সাধু সংগ্রাম খলঙ্গ.
নং ১৪, লোরঙ বেনধারা ৪৬এ,
তামান মেওয়া বারু, ৪১২০০ ক্লাঙ্গ,
সেলানগোর, মালেয়েসিয়া,
ফোন : +৬০ ৩-৫১৬১৬৭২১

শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবা আশ্রম
পেটালিঙ জয়া সার্ভিস সেন্টার,
নং ১৩ জালান ১৮/৬, তামান
খানাগাপুরম, ৪৬০০০ ফেটালিঙ জয়া,
সেলানগর, মালেয়াশিয়া, ফোন : +৬০-
১-৬৩৩৮৬১৩০

সিঙ্গাপুর

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ সিংগাপুর
এবং গোকুল ভেজিটেরিয়ান রেসষ্টুরেন্ট
১৯ এবং ২১, আপার ডিকসন রোড,
সিঙ্গাপোর ২০৭৪৭৮, ফোন :
৬৩৪৩৯০১৮
মোবাইল : ৯০২৩৬৩৪১ এবং
৯১৮৫৬৬১৩

ফিলিপাইন্স

শ্রীলা শ্রীধর স্বামী সেবা আশ্রম
প্রযত্নে : গোকুলানন্দ প্রভু
২৩, রুবি স্ট্রীট, কাশিমিরো টাউনহাউস,
টালন ইউনো. লাস পিনাস সিটি,
মেট্রো মানিলা, জিপ কোড ১৭৪৭,
ফোন : ৮০০-১৩৪০

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
ফিলিপাইন্স ব্রাঞ্চ (ইসানি দেবী দাস)
লট ১৫ ব্লক ৮, উডব্রীজ সাবডিভিসন,
পোল্লাসিওন, প্যানডি, বুলাকান,
ফিলিপাইনস, ৩০১৪
ফোন : ৬৩ ৯২০৩১ ৬৩৭৫০
http://philippines.scsmath.org

সাউথ পেসিফিক

অস্ট্রেলিয়া

শ্রীগোবিন্দ ধাম
পি.ও. বক্স ৭২, উকি. ভায়া মুরউইলমবা,
এন.এস.ডব্লিউ. ২৪৮৪, অস্ট্রেলিয়া,
ফোন : ০২৬৬ ৭৯৫৫৪১

শ্রীচৈতন্য সারস্বত আশ্রম
১৪, বরিয়ান স্ট্রীট বরিয়ান্সমেড
চার্মস, কিউএলডি, অস্ট্রেলিয়া ৪৮৭০
ফোন : ০৪৩২ ০৫৪ ০৪৮

নিউজিল্যাণ্ড

১০৩০ কোটেসভাইল রিভারহেড
হাইওয়ে,
রিভারহেড, অকল্যান্ড
নিউজিল্যাণ্ড, ফোন : ০৯ ৪১২৫৪৬৬

ফিজি

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর আসন
পি.ও. বক্স ৪৫০৭, লৌটকা, ফিজি
ফোন : ৬৭৯৮৬৭৬৫৪৭,
৬৭৯৮৬৭৬৫৪৭

আফ্রিকা

সাউথ আফ্রিকা

শ্রীচৈতন্য সারস্বত আশ্রম
৪৪৬৪, মৌন্ট রেইনে ক্রেসেন্ট
লেনাসিই সাউথ, এক্সটেন্সন ৪
জোহানেসবার্গ ১৮২০, ফোম : ০১১
৮৫২ ২৭৮১, ০০২৭ ৮৩ ৩৮৪ ৭৩৬৭
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
ফেনিক্স ৪০৬৮, ডুর্বন, ক্বাজুলু নাটাল
ফোম : ২৭ ৩১ ৫০৫ ৮৪ ৩৬

মরিশাস

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ আন্তর্জাতিক
নবদ্বীপ ধাম স্ত্রিট, লোং মাউন্টন
ফোন : ২৩০ ২৫৬ ৩৪৬৬, ৭২৪ ৯৩৫২

ওয়েবসাইট :
scsmathinternational.com

ইমেইল :
info@scsmathinternational.com

“এই মায়ার সংসার ছাড়তে হবে । আমরা সবাই একই
পরিবারের লোক—কার পরিবার ? কৃষ্ণের পরিবার ।
আমরা মায়ার সংসারের মানুষ নয় । আমি কৃষ্ণের পরিবারের
বউ, আমি কৃষ্ণের পরিবারের মেয়ে, আমি কৃষ্ণের পরিবারের
সন্তান, আমি কৃষ্ণের পরিবারের ছেলে ! সেই পরিবারের
আমরা অংশ গ্রহণ করতে হবে । সেই পরিবারের অংশ
গ্রহণই করলে, ভগবান যেখানে থাকেন, সেখানে
আপনারা পৌছাতে পারবেন এবং সেখান থেকে আর
ফিরে আসতে হবে না ।”

(শ্রীল ভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ)